ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

'কল্কি'র সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়ছেন দীপিকা?

পৃঃ ৫

বল হাতে কী করতে চান, ভুলেই গিয়েছিলেন অ্যান্ডারসন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ১৯৫ ● কলকাতা ● ০২ শ্রাবণ, ১৪৩১ ● বৃহস্পতিবার ● ১৮ জুলাই, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার

প্রশ্ন ফাঁস কাণ্ডে এ বার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নফাঁসকাণ্ডে এ বার আরও দু'জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই। বিহারের হাজারিবাগে ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সির ট্রাঙ্ক থেকে নিট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র চুরির অভিযোগ রয়েছে পঙ্কজ কুমারের বিরুদ্ধে। তাঁকে সাহায্য করেছিলেন রাজু সিংহ নামে অপর এক ব্যক্তি। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, মঙ্গলবার দুই পৃথক অভিযানে দু'জনকেই পাকড়াও করেছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা। উল্লেখ্য, সিবিআই-এর তরফে বিহারে যে এফআইআর করা হয়েছে সেগুলি মূলত প্রশ্নফাঁসের অভিযোগ সংক্রান্ত। অন্য দিকে, গুজরাত, রাজস্থান ও মহারাষ্ট্র, যে সব এফআইআরগুলি রয়েছে, সেগুলি ভুয়ো পরীক্ষার্থী ও

এরপর ৩ পাতায়

চাপের মুখে বিরোধী দলনেতা

শুভেন্দু অধিকারী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নরেন্দ্র মোদীর দেশ শাসনের স্লোগান 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' বন্ধ করে দেওয়ার ডাক দিয়ে চাপের মুখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্য বিজেপির অনেকে তেমনই বলছেন। তাঁদের বক্তব্য, দলের অন্দরের সেই 'চাপ' নিজেই প্রকাশ্যে এনেছেন তিনি। কারণ, বুধবার সায়েন্স সিটি প্রেক্ষাগৃহে রাজ্য বিজেপির বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠক চলার মধ্যেই তাঁর মন্তব্যের নিজস্ব 'ব্যাখ্যা' দিয়েছেন শুভেন্দু।

বুধবার বেলা ১১টা থেকে বৈঠক শুরু হয়েছিল। শেষ হতে হতে বিকেল গড়িয়ে যায়। কিন্তু বৈঠক শেষের আগেই প্রথমার্ধে বলা নিজের বক্তব্যের 'সাফাই' দিতে শুরু করেন শুভেন্দু। রাজ্য বিজেপির একটি সূত্রের দাবি, প্রথমে নিজের বক্তব্য শুভেন্দু যা বলেছিলেন, তা সমর্থন করছেন না কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও। দলের 'অস্বস্তি' কাটাতেই শুভেন্দুকে 'ব্যাখ্যা' সাফাই দিতে বলা হয়েছে বলে ওই সূত্রের দাবি। শুভেন্দু এক্স হ্যান্ডেলে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তা দলের পক্ষে প্রচার করাও শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও দলের অন্য একাংশের দাবি, বিরোধী দলনেতা নিজেই বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর বক্তব্য নিয়ে জলঘোলা হচ্ছে। তাই তিনি নিজেই 'উদ্যোগী' হয়ে তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর মধ্যে দলের কোনও ভূমিকা

এরপর ৩ পাতায়

যত সময় এগোচ্ছে জামালের নানা কু- কীর্তি প্রকাশ্যে আসছে

সোনারপুর: নিউজ সারাদিন : সোনারপুরের জামালউদ্দিন সর্দারের খবর প্রকাশ্যে আসে। অভিযোগ ওঠে, শিকলে বেঁধে এক মহিলাকে বেধড়ক মারধর করেন তিনি। এলাকায় জমিজমা কেনাবেচা বা এলাকায় দাম্পত্য কলহ থেকে পারিবারিক সমস্যা সবকিছুরই সমাধান জামাল ছাড়া হয়না। সোনারপুর থানার পুলিশের সঙ্গেও তার ওঠাবসা রয়েছে বলে অভিযোগ এলাকার লোকজনের।তবে কচ্ছপ রাখা বেআইনি হলেও জামাল সর্দার বাড়িতে কীভাবে কচ্ছপ রেখেছে। জামালের সংরক্ষণে রয়েছে বিরল প্রজাতির কচ্ছপ থেকে শুরু করে ঘোড়া সমস্ত কিছু দেখাশোনা করার জন্য মাসিক ১০ হাজার টাকার বেতনে লোক । কার্যত সোনারপুরে নিজের সাম্রাজ্য বিস্তার করে রেখেছে জামাল। তার সাম্রাজ্য দেখে পুলিশের কোন কোন অফিসারের মন্তব্য তো সন্দেশখালির শেখ শাহজাহানের ভাই। যত সময় এগোচ্ছে জামালের নানা কু- কীর্তি প্রকাশ্যে আসছে।

এই ভয় দেখিয়েই এলাকায় দাপিয়ে বেড়াত জামাল। বাড়িতেই বসতো সালিশি সভা। সেখানেই চলত বিচার। জামালই বিচারক। যারা তাঁর প্রস্তাবে রাজি হতো না তাদের উপর অত্যাচার চালানো হত বলে অভিযোগ। ভূরি-ভূরি অভিযোগের এখন তাঁকে খুঁজছে সোনারপুর থানার পুলিশ।স্থানীয় বাসিন্দারা কেউই জামালের আয়ের উৎস বলতে পারেননি। তবে একাংশের দাবি, জমি প্রোমোটিং, ফেরাজি জমি বিক্রি করা, বিচার পাইয়ে দেওয়ার নামে তোলাবাজি এবং জমি বিক্রি এইসব করেই নাকি পেট চলে তাঁর।বাড়ির ভিতর ও বাইরে মিলিয়ে মোট ৫০ টি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো রয়েছে। বাড়ির মধ্যে থাকা সুইমিংপুলে চড়ে বেড়াচ্ছে কচ্ছপ।

একুশে জুলাই বিজেপির

দুই সংসদ তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা ভোটে বিরাট সাফল্য পেয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । রাজ্যের ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯ খানাই নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তারপর উপনির্বাচনেও সবুজ ঝড়। নিজেদের একাধিক গড় হারিয়ে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিজেপি। সবমিলিয়ে বঙ্গে এখন সবুজ সুনামি।প্রসঙ্গত, লোকসভা ভোটের কিছুদিন আগে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক জোর গলায় দাবি করেছিলেন বিজেপির ১০ জন বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার জন্য লাইনে দাঁড়িয়ে আছেন। এবার সেই একই দাবি শোনা গেল কুণালের মুখেও। আগামী সোমবার ২১ জুলাই, তৃণমূলের শহিদ দিবস। বিপুল আসনে জয়লাভ করার পর তৃণমূলের প্রথম বড় সভা। আর সেই সভাতেই নাকি থাকবে বিরাট দুই চমক।

তৃণমূলের শহিদ দিবসের অনুষ্ঠানে দুই বিজেপি সাংসদ গেরুয়া শিবির ছেড়ে যোগ

এরপর ৩ পাতায়

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি
তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ ☐ পশ্চিমবঙ্গ সরকার
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা – ৭০০০২০

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

৫ টি আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি আগামী আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বর ২০২৪-এর মধ্যে রাজ্যের ৫টি স্থানে একটি করে ৫দিনের আবাসিক নাট্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করবে। আগ্রহীরা পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির সচিবকে উদ্দেশ্য করে আবেদন জানাতে পারেন।কর্মসূচি এবং নিয়মাবলি বিশদে নীচে দেওয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	বিভাগের নাম	তারিখ	স্থান	বিভাগের অন্তর্গত জেলা	সাক্ষাৎকার গ্রহণের সম্ভাব্য তারিখ ও স্থান
১	মালদা বিভাগ	১২ – ১৬ আগস্ট ২০২৪	বহরমপুর	উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ	বহরমপুর ০২.০৮.২০২৪
২	প্রেসিডেন্সি বিভাগ	১৭ – ২১ আগস্ট ২০২৪	বারুইপুর	কলকাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, নদিয়া	আলিপুর (কলকাতা) ০৮.০৮.২০২৪
৩	জলপাইগুড়ি বিভাগ	২৮ আগস্ট – ০১ সেপ্টেম্বর ২০২৪	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং	কোচবিহার ০৫.০৮.২০২৪
৪	বর্ধমান বিভাগ	০৯ – ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৪	বর্ধমান	পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলি, বীরভূম	পূর্ব বর্ধমান ০৯.০৮.২০২৪
৫	মেদিনীপুর বিভাগ	১৮ – ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৪	ঝাড়গ্রাম	বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া	ঝাড়গ্রাম ২২.০৮.২০২৪

যোগ্যতা : বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছর। ন্যূনতম মাধ্যমিক পাশ হতে হবে। একজন মাত্র একটি কেন্দ্রের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাঁকে ওই বিভাগের যে কোনো জেলার স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। আবেদনে থাকতে হবে – নাম, বয়স, পিতা/মাতার নাম, স্থায়ী ঠিকানা, প্রথাগত শিক্ষা, লিঙ্গ, বিভিন্ন কলায় পারদর্শীতার অভিজ্ঞতা (যদি থাকে), যোগাযোগের ফোন নম্বর। দিতে হবে আধার কার্ডের কপি ও ১ টি পাসপোর্ট সাইজের ছবি। ২০ /০৭ /২০২৪ এর মধ্যে workshop.pbna@gmail.com -এ মেইল করে আবেদন করবেন। সাক্ষাৎকারের জন্য ডাক পেলে নিজের খরচায় আসতে হবে। নির্বাচিত হলে কর্মশালায় বিনা ব্যয়ে অংশগ্রহণ করা যাবে। শিবির শেষে শংসাপত্র পাওয়া যাবে।

যোগাযোগ : (০৩৩) ২২২৩ -১১৩২

সচিব
পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

মহরমের দশম দিন হুগলিতে পালিত হলো মহাসারম্ভরে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ১৪৪৬ বছর আগে হজরত মহম্মদ ও তাঁর অনুগামীরা মক্কা থেকে মদিনার উদ্দেশে রওনা হন।দিনটি ছিলো প্রথম। তাঁকে মক্কায় ইসলামের বার্তা প্রচার করায় বাধা দেওয়া হয়। মহরমের দশম দিনটি অশুরা হিসেবে পালিত হয়, এদিন ইমাম হুসেনের মৃত্যুর শোক পালন করা হয়। ইমাম হুসেন ছিলেন হজরত মহম্মদের পৌত্র এবং হজরৎ আলির পুত্র। ৬৮০ খ্রিষ্টপূর্বে কারবালার যুদ্ধে তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।ইসলামদের অন্যান্য উৎসব থেকে মহরম আলাদা, কারণ এই মাসটি হল শোকজ্ঞাপন ও প্রার্থনার মাস। এ সময় কোনও উৎসব পালিত হয় না। শিয়ারা এদিন একটি শৃঙ্খল তৈরি করে নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকেন। আবার সুন্নিরা এদিন উপবাস পালন করেন ও 'ইয়া হুসেন' অথবা 'ইয়া আলি' উচ্চারণ করে। মহরমের প্রথম দিন সাত মহরম হিসাবে পরিচিত। দশ মহরমের দিন তাজিয়া নিয়ে বার হয় শোভাযাত্রা। আজকে এই মহরমের মিছিলে বেশিরভাগ কমিটিতে দেখা গেল ধর্মাবলম্বী পতাকার পাশাপাশি ভারতের জাতীয় পতাকাও।কমিটির পক্ষ থেকে জানা গেল মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা রাস্তায় মিছিল করার সময় বা তলোয়ার খেলার সময় কোন অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে চুঁচুড়া থেকে চন্দননগর শ্রীরামপুর সহ বিভিন্ন এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়ন করা হয়েছে।ইমামবাড়া সহ চুঁচুড়া ও চন্দননগর থেকে তাজিয়া নিয়ে রাস্তায় লাটি খেলা দেখাতে দেখাতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরা হুগলি চুঁচুড়া খারবালা মাঠে এসে পৌঁছায় এবং নিজেদের মধ্যে তলোয়ার সহ লাঠি খেলায় মেতে ওঠেন এমনকি তলয়ার খেলার সময় নিজেদের বুক ও পিঠ চিরে পেলে।আজকের এই দিনে সাধারন মানুষ রাস্তার দুই ধার থেকে শুরু করে হুগলির ইমামবাড়া, কারবালা তে ভির জমান।আজকের এই শোক মিছিলে অংশ নিয়েছেন চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী, হুগলির সাংসদ অভিনেত্রী রচনা ব্যানার্জি, সহ বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গরা।

শুশুনিয়া পাহাড়ের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি ও

গাছের সংখ্যা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বন মহোৎসব উপলক্ষ্যে পাহাড়ে ফেলা হলো সিড বোম

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পর্যটন প্রেমী সকলের কাছেই বাঁকুড়া জেলার শুশুনিয়া পাহাড় একটি অতি পরিচিত নাম। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে পর্যটকদের কাছে পছন্দের জায়গা এই পাহাড়। বছর ব্যাপী দূর দূরান্তের পর্যটকরা ছুটে আসেন এই পাহাড়ে। তবে পাহাড়ের একাংশ ন্যাড়া হওয়ার কারণে বড্ড বেমানান লাগে। তাই পাহাড়ের ন্যাড়া অংশে বুধবার সাত সকালেই সিড বোম অর্থাৎ বীজ বোমা ফেলল বনদপ্তর। গত বছর ঠিক এরকম সময়ে পাহাড়ের রুক্ষ ও ন্যাড়া অংশে সিড বোমা ফেলে বন দপ্তর, আর তাতেই অভাবনীয় সাফল্য আসে। এ বছর ১০০০ পিস বোমা পাহাড়ের বিস্তীর্ণ নেড়া অংশে ছড়িয়ে দেওয়া হলো বলে জানান ছাতনা ফরেস্ট রেঞ্জ আধিকারিক এশা বোস। শিশু, বামলা, বট, চটরা, শুয়াবুল, শিরিষ সহ বেশ কিছু গাছের বীজ মাটির মন্ডের আকারে বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। যা পাহাড়ের রুক্ষ অংশে সহজেই চারা তৈরি করতে পারবে। পাশাপাশি শতাধিক বৃক্ষ জাতীয় চারা লাগানো হয় পাহাড়জুড়ে। আজ এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শুশুনিয়া মাঙ্গলিক সংঘের যুবকেরা। বনমহোৎসব উপলক্ষে ছাতনা বন বিভাগের আয়োজিত এই ধরনের আয়োজিত কর্মসূচিতে যোগদান করতে পেরে খুশি তারা। গত বছরের মত এ বছরেও এই সিড বোমাতে সাফল্য আসবে বলে মনে করছে ছাতনা বনদপ্তর।

মহরমে জামশেদপুরে

দাঙ্গার মত ঘটনা এড়াতে গোলমুরি পুলিশ লাইনে মক ড্রিল হয়ে হলো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মহরমের দিন জামশেদপুরে দাঙ্গার মত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে প্রশাসন কিরকম ব্যবস্থা নেবে , তাই নিয়ে মঙ্গলবার গোলমুরি পুলিশ লাইনে মক ড্রিল আয়োজন করা হয়েছিল। মক ড্রিলে সয়ং ঊর্ধ্বতন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কিশোর কৌশল উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি মক ড্রিল উনি খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং সঠিক নির্দেশিকাও দেন। মক ড্রিলের মাধ্যমে সকল পুলিশ আধিকারিকদের সব নির্দেশিকার ব্যাপারে অবগত করা হয়। দাঙ্গাবাজদের কিভাবে সরাতে হবে? কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে? এই সকল নির্দেশিকা ঊর্ধ্বতন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট দেন। মহরমের দিন জামশেদপুরে দাঙ্গার মত কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে প্রশাসন কিরকম ব্যবস্থা নেবে , তাই নিয়ে মঙ্গলবার গোলমুরি পুলিশ লাইনে মক ড্রিল আয়োজন করা হয়েছিল। মক ড্রিলে সয়ং ঊর্ধ্বতন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কিশোর কৌশল উপস্থিত ছিলেন। মক ড্রিল উনি খুব মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং সঠিক নির্দেশিকাও দেন। মক ড্রিলের মাধ্যমে সকল পুলিশ আধিকারিকদের সব নির্দেশিকার ব্যাপারে অবগত করা হয়। দাঙ্গাবাজদের কিভাবে সরাতে হবে? কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে হবে? এই সকল নির্দেশিকা ঊর্ধ্বতন পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট দেন।

খরিফ শস্য বপনের পরিমাণ ৫৭৫ লক্ষ হেক্টর ছাড়িয়েছে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কৃষি ও কৃষক উন্নয়ন দপ্তর ১৫ জুলাই ২০২৪ পর্যন্ত খরিফ শস্য বপনের বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিগত বছরের তুলনায় ডালশস্য উৎপাদনের পরিমাণ বেড়েছে অনেকটাই। বিগত বছরে এই সময়ে ৪৯.৫০ লক্ষ হেক্টর জমিতে ডালশস্য বপন হয়েছিল। এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ৬২.৩২ লক্ষ হেক্টর। অন্যদিকে, তৈলবীজ বপনের পরিমাণও বেড়েছে অনেকটাই। গত বছরের এই সময়ে তৈল বীজ বপনের পরিমাণ ছিল ১১৫.০৮ লক্ষ হেক্টর। চলতি বছরে তা বেড়ে হয়েছে ১৪০.৪৩ লক্ষ হেক্টর। ধান বপনের পরিমাণ গত বছর এই সময়ে ছিল ৯৫.৭৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে। চলতি বছরে তা হয়েছে ১১৫.৬৪ লক্ষ হেক্টর বপনের পরিমাণ বৃদ্ধি জমিতে। জোয়ার, বাজরা, রাগি, ক্ষুদ্র মিলেট শস্য, সোয়াবিন, বাদাম, সূর্যমুখী, আখ এবং তুলা সবক্ষেত্রেই বিগত বছরের তুলনায় এ বছর বপনের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সার্বিকভাবে গত বছর সর্বমোট ৫২১.২৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে বিভিন্ন শস্য বপন হয়েছিল। এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ৫৭৫.১৩ লক্ষ হেক্টর।

ফুটপাত জবর দখল ব্যর্থ পুরসভা

অভিজিৎ হাজরা , উলুবেড়িয়া , হাওড়া : নিউজ সারাদিন : ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা জবর দখলকারীদের সরানোর জন্য রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সেই কাজের সামিল হয়ে উলুবেড়িয়া পৌরসভা এলাকাতে ও ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের নামের তালিকা তৈরি করছে উলুবেড়িয়া পৌরসভা কর্তৃপক্ষ। উলুবেড়িয়া পৌরসভা কর্তৃপক্ষ মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের সন্নিকটে অনেক আগেই পুরসভার অন্তর্গত ২১ নং ওয়ার্ডের ফুলেশ্বরের ১১ ফটকের ফুটপাত থেকে জবর দখলকারীদের সরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। সেই নিরিখে উলুবেড়িয়া পৌরসভা ফুলেশ্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে মাছের বাজার তৈরি করেছিল।মৎস ব্যবসায়ীদের স্টল ও বন্টন করা হয়েছিল। কয়েকদিন মৎস্য ব্যবসায়ীরা ঐ স্টল থেকে ব্যবসা করলেও পূনরায় মৎস্য ব্যবসায়ীরা আগের মতই ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করছে। ফলে ১১ ফটকের ফুটপাত পুনরায় জবর দখলকারীদের কব্জায় চলে যায়। উলুবেড়িয়া লকগেট মোড়, মহকুমা প্রশাসকের কার্যালয়ের সন্নিকট থেকে ফুলেশ্বর রেল স্টেশন যাওয়ার যে রাস্তাটি গেছে সেই রাস্তা দিয়ে প্রত্যহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করে। ফুলেশ্বরের বাস স্ট্যান্ড থেকে বিভিন্ন রুটের বাস যাতায়াত করে। বিভিন্ন স্কুল, মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রী, শিক্ষক - শিক্ষিকা, অধ্যাপক - অধ্যাপিকা, উলুবেড়িয়া শরৎচন্দ্র মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে আসা মুমুর্ষ রোগীদের নিয়ে বিভিন্ন গাড়ি,আম্বুলেন্স, অফিস যাত্রীরা এই রাস্তা ব্যবহার করেন। এই রাস্তাতেই ১১ ফটকের কাছে প্রত্যহ সব সময়ই প্রবল যানজট হয়। বিশেষ করে এই রাস্তায় ফুলেশ্বর বাস স্ট্যান্ডের বিভিন্ন রুটের বাস ঢোকা ও বের হওয়ার সময় যানজট প্রবল আকার ধারণ করে। এই যানজট হওয়ার মূল কারণ হল এলাকার ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ফুলেশ্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে মৎস বাজার তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল উলুবেড়িয়া পৌরসভা। পৌরসভার সেই সিদ্ধান্তে রাজ্য সরকার সবুজ সংকেত দেয়। এরপর জাতীয় মৎস্য উন্নয়ন পর্ষদ,রাজ্য মৎস দপ্তরের দেও ২ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তায় ১২ হাজার ৭৫০ স্কোয়ার ফুটের ১৩৩ টি স্টল বিশিষ্ট দ্বিতল মৎস্য বাজার তৈরি করেছিল উলুবেড়িয়া পৌরসভা।১৩৩ টি স্টল বিশিষ্ট দ্বিতল মৎস বাজার ২০১৮ সালে উদ্বোধন করেছিলেন তৎকালীন মৎস্য মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। উলুবেড়িয়া পৌরসভা সূত্রে জানা যায় , দ্বিতল বিশিষ্ট এই মৎস বাজারে ব্যবসা করার জন্য ২ হাজার ৫০০ জন মৎস্য ব্যবসায়ী উলুবেড়িয়া পৌরসভায় আবেদন করেছিল। উলুবেড়িয়া পৌরসভা সেই আবেদনের ভিত্তিতে ১৩৩ জন মৎস্য ব্যবসায়ীকে স্টল বিতরণ করেছিল। কিছুদিন মৎস্য ব্যবসায়ীরা ঐ স্টল গুলি থেকে ব্যবসা করলেও কয়েক দিন পরেই মৎস্য ব্যবসায়ীরা মৎস্য বাজারের স্টল গুলি থেকে ব্যবসা না করে ১১ ফটকের ফুটপাত পুনরায় জবর দখল করে ব্যবসা চালাতে শুরু করে। এই বিষয়ে সাধারণ জনগণের বক্তব্য, উলুবেড়িয়া পৌরসভা এই রাস্তায় যানজট সমস্যা সমাধানের জন্য মৎস্য বাজার তৈরি করলেও একশ্রেণীর অসাধু মৎস্য ব্যবসায়ীদের অসহযোগিতায় মৎস্য বাজার চালু করা যাচ্ছে না। ফলে ফুটপাত ও দখল মুক্ত করা যাচ্ছে না। এই প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেয়ারম্যান অভয় দাস ও ভাইস চেয়ারম্যান ইনামুর রহমান বলেন, ' মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশমতো ফুটপাত দখল করে ব্যবসা করা ব্যক্তিদের নামের তালিকা প্রস্তুতির কাজ চলছে। পরবর্তী সময়ে সরকারের নির্দেশমতো পরিকল্পনা করে কাজ করা হবে।

দেওঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো

বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস

জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন : বুধবার ১লা শ্রাবণ প্রতিবছরের ন্যায় এ বছর ও পয়লা শ্রাবণে বাবাধাম এর উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলো বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস । বুধবার সকাল বেলা মালবাজার শহরের বাজার রোডে অবস্থিত ভবানী মন্দিরে পুজো দিয়ে এবং থানা মরে অবস্থিত মা দুর্গার মন্দিরে পুজো দিয়ে সুলতানগঞ্জের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস। পরবর্তীতে সুলতানগঞ্জ গঙ্গায় পুণ্য স্নান সেরে গঙ্গাজল নিয়ে দেওঘরে বাবার মন্দির এর উদ্দেশ্যে পালকি নিয়ে পায়ে হেঁটে রওনা দেবেন। দীর্ঘ ১০৮ কিলোমিটার দুর্গম পথ পায়ে হেঁটেই পৌঁছে যাবেন দেবভূমি বৈদ্যনাথ ধামে। সেখানে গিয়েই বাবার মাথায় জল ঢালবেন সকলে। বোম ফোর্টিন এক্সপ্রেস এর সদস্য মান্না বোম পিন্টু ,বোম বাপ্পা বোম সঞ্জয় বোম অমিত বোমেরা একই সুরে জানান তারা প্রতিবছর পহেলা শ্রাবণ মালবাজার শহর থেকে বাবা ধামের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন । এ বছরও তার ব্যতিক্রম কিছু নেই। আজ সন্ধ্যায় আমরা সুলতানগঞ্জে পৌঁছে বৃক্ষ রোপণ কোর গঙ্গাস্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে ১০৮ কিলোমিটার পথ বাবার পালকি নিয়ে পায়ে হেঁটে পৌঁছানো। তিন দিন সময় লাগবে বাবাধাম পৌঁছতে বলেও জানান বোম ফর্টিন এক্সপ্রেস এর সদস্যদের। এবছর তাদের সদস্য সংখ্যা ১৪ থেকে বেড়ে ২৬ জন হয়েছে। ধীরে ধীরে তাদের সদস্য সংখ্যাও বাড়ছে ভবিষ্যতে আরও বাড়বে বলেও আশাবাদী।

আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে

শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১৭ জুলাই, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আষাঢ়ী একাদশী উপলক্ষে শুভেচ্ছা উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন : "আষাঢ়ী একাদশীর শুভেচ্ছা! ভগবান ভিট্টল-এর আশীর্বাদ সবসময় আমাদের ওপর রয়েছে এবং আনন্দ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে। এই দিনটিও আমাদের সকলের মধ্যে ত্যাগ, বিনয় ও দয়ার সঞ্চার করবে। পরিশ্রমকে সঙ্গী করে দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমকে সেবা করতে আমাদের প্রেরণাও জোগাবে।"

কেনিয়ায় সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বুধবার প্রেসিডেন্ট উইলিয়াম রুটো নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ-প্রতিবাদ শুরু করেছেন। দেশজুড়ে বিক্ষোভকারীদের সাথে নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে অন্তত একজন নিহত ও আরও কয়েকজন আহত হয়েছেন।দেশটির রাজধানী নাইরোবিতে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন। বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে দেশটির পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও রাবার বুলেট নিক্ষেপ করেছে। এ সময় রাজধানীর দোকানপাট ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। গত মাসে দেশটির সরকার কর বৃদ্ধির নতুন একটি বিল পাসের পর কেনিয়াজুড়ে বিক্ষোভ শুরু হয়। এই বিক্ষোভ ভয়াবহ আকার ধারণ করায় শেষ পর্যন্ত দেশটির প্রেসিডেন্ট বিতর্কিত সেই বিল প্রত্যাহার করে নেন। বিল প্রত্যাহার করে নেওয়া হলেও দেশটির নাগরিকরা সাম্প্রতিক সহিংসতায় কয়েকজনের প্রাণহানি, অপশাসন, দুর্নীতি ও পুলিশের জবাবদিহিতা না থাকায় উইলিয়াম রুটো নেতৃত্বাধীন সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আবারও বিক্ষোভ করছেন। তবে গত সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট রুটো সংলাপের আহবান জানিয়েছিলেন। এছাড়া তার সরকারের পুরো মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করেছেন তিনি। দেশটির পুলিশের প্রধানও পদত্যাগ করেছেন।

কেনিয়ায় যে প্রতিবাদ আন্দোলন হয়েছে তা মূলত দেশটির তরুণরা অনলাইনে সংগঠিত হয়ে চালিয়ে আসছেন। এই বিক্ষোভকারীদের অনেকে সরকারের সাথে সংলাপে বসার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে পদত্যাগের দাবি তুলেছেন। মঙ্গলবার নাইরোবির দক্ষিণের কিটেনজেলা এলাকায়

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

চাপের মুখে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী

নেই। তবে শুভেন্দু ব্যাখ্যা দিলেও 'অস্বস্তি' সহজে কাটবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান রাজ্য বিজেপির নেতারা। একই সঙ্গে এমন জল্পনাও শুরু হয়েছে যে, বিরোধী দলনেতার ওই বক্তব্যের প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কিছু বলবেন কি না! কারণ, শুভেন্দু আদতে যেটা বলেছিলেন, তার পূর্ণাঙ্গ ভিডিয়ো দলের পক্ষেই সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে বিভিন্ন সমাজমাধ্যমে।পরের ব্যাখ্যার সঙ্গে যার 'অমিল' রয়েছে। দলের সংখ্যালঘু মোর্চার প্রয়োজনীয়তা নেই বলে শুভেন্দু যে মন্তব্য করেছেন, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা নিয়েও রাজ্য বিজেপির অন্দরে নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।প্রথমে সাংবাদিক বৈঠক করেছেন। পরে নিজের এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলেও কী কারণে ওই স্লোগান বদলের কথা তিনি বলেছেন, তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

ঘটনাচক্রে, বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা মোদী সরকারের মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার সরাসরিই বলেছেন, শুভেন্দুর ওই বক্তব্য দল 'অনুমোদন' করে না। সুকান্তের কথায়, "বাংলায় ঐক্যবদ্ধ ভাবে বিজেপি এগোবে।"

শুভেন্দু অবশয় পরে দাবি করেছেন, মোদীর স্লোগানে তাঁর ভরসা রয়েছে। তিনি তা বদলও করতে চাননি। সেই সঙ্গে তিনি যা বলেছেন, তা 'ভুল প্রেক্ষাপটে প্রচার' হচ্ছে বলেও দাবি শুভেন্দুর। তাঁর বক্তব্য, তাঁর ওই বক্তব্যকে 'ভুল প্রেক্ষাপটে' (আউট অফ কনটেক্সট) ব্যাখ্যা করা হয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে শুভেন্দু তৃণমূল এবং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও আক্রমণ করেছেন।এমনিতে বিজেপির এই দলীয় বৈঠকের বক্তব্য প্রকাশ্যে আসার নয়। তবে আগে থেকেই রাজ্য বিজেপি ঠিক করেছিল রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর এবং শুভেন্দুর বক্তৃতার সরাসরি সম্প্রচার হবে। সংবাদমাধ্যমকেও ওই সময়ে কর্মসমিতির বৈঠকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। সেখানে বক্তৃতা করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগান বন্ধ করতে হবে। সে কথা বলার পাশাপাশি বিজেপির সংগঠনে বড় রকমের পরিবর্তনের প্রস্তাবও দেন। বলেন, দলের সংখ্যালঘু মোর্চা রাখার প্রয়োজন নেই। শুভেন্দু ওই বক্তব্য পেশ করার পরেই শোরগোল পড়ে। তার পরেই তড়িঘড়ি 'ব্যাখ্যা' দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। তবে তাঁর ব্যাখ্যায় শুধু মোদীর স্লোগান নিয়ে তাঁর বক্তব্যের কথা রয়েছে। সংখ্যালঘু মোর্চা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব নিয়ে কোনও বক্তব্য জানাননি শুভেন্দু। তাঁর বক্তব্য, তিনি শুধু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে ওই আহ্বান করেছেন। দেশের ক্ষেত্রে নয়।২০১৪ সালে প্রথম ক্ষমতায় আসার পরেই মোদী 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' স্লোগান দিয়ে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে সব শ্রেণি, বর্ণ এবং সম্প্রদায়ের মানুষের বিকাশ বা উন্নতিই হবে তাঁর শাসনের মন্ত্র। সেই স্লোগান পরে বিজেপিও ব্যবহার করে।গত লোকসভা ভোটে বিজেপি যে সংখ্যালঘু ভোটারদের সমর্থন পায়নি, সে কথা বলতে গিয়ে শুভেন্দু প্রকাশ্যেই গলার স্বর চড়িয়ে বলেন, "আমিও বলেছি রাষ্ট্রবাদী মুসলিম। আপনারাও বলেছেন সব কা সাথ, সব কা বিকাশ। আর বলব না।" এর পর দু'হাত জড়ো করে কিছু ক্ষণ চুপ থেকে বলেন, "বলব, যো হমারি সাথ, হম উনকা সাথ। সব কা সাথ, সব কা বিকাশ বন্ধ করো।" বারংবার 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়ে বক্তৃতা শেষ করার আগে রাজনীতিতে ধর্মীয় মেরুকরণের লক্ষ্যে হাঁটতে চাওয়ার মনোভাব স্পষ্ট করে দিয়ে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা বলেন, "নো নিড অফ সংখ্যালঘু মোর্চা।" অর্থাৎ, দলে সংখ্যালঘু মোর্চা রাখার প্রয়োজন নেই। সেই সময় মঞ্চেই ছিলেন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, মঙ্গল পাণ্ডেদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় নগরোন্নয়ন মন্ত্রী মনোহরলাল খট্টরও।

তার অব্যবহিত পরে এক্স হ্যান্ডলেও তাঁর বক্তৃতার ব্যাখ্যা দেন শুভেন্দু। সেখানে তিনি লেখেন, তাঁর বক্তব্য সঠিক প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করা হয়নি। শুভেন্দু লেখেন, "আমার বক্তব্যের প্রেক্ষাপট বদলে দেওয়া হয়েছে। আমি স্পষ্টই এটা বলেছি যে, যাঁরা জাতীয়তাবাদী, দেশ ও বাংলার পক্ষে দাঁড়ান, তাঁদের সঙ্গে আমাদের থাকতে হবে। যাঁরা আমাদের সঙ্গে থাকেন না, দেশ এবং রাজ্যের স্বার্থবিরোধী কাজ করেন, তাঁদের চিহ্নিত করতে হবে।" এর পরেই তৃণমূলের প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু লিখেছেন, "আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষকে সংখ্যাগুরু এবং সংখ্যালঘু হিসাবে ভাগ না করে ভারতীয় হিসাবে দেখব। আমি আক্ষরিক ভাবে এবং মনের থেকে প্রধানমন্ত্রীর 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ, সব কা বিশ্বাস, সব কা প্রয়াস' আহবানকে সমর্থন করি।"শুভেন্দুর প্রথমার্ধের বক্তব্যের পরে দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিংহ সরাসরিই বলেন, "এটা কারও মনের কথা হতে পারে। কিন্তু 'সব কা সাথ, সব কা বিকাশ' তো মোদী সরকারের স্লোগান! সেটাকে কী করে অস্বীকার করা যাবে?"

দেউলিয়া হতে পারে ইসরায়েলের ইলাত বন্দর

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীদের অব্যাহত নৌ অবরোধের কারণে দেউলিয়া হয়ে গেছে ইসরায়েলের ইলাত বন্দর। ফিলিস্তিনের গাজায় বর্বরতা শুরুর পর দখলদার বর্বর হামলা শুরুর পর লোহিত সাগর এবং আশপাশের সমুদ্র অঞ্চলগুলোতে ইসরায়েলগামী জাহাজে হামলা শুরু করে হুথিরা। ইলাত বন্দরের এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড বন্ধ এবং রাজস্ব কমে যাওয়া বাধ্য হয়ে তারা বন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন, "আমাদের স্বীকার করতে হবে এই বন্দরটি এখন দেউলিয়া হয়ে গেছে। গত কয়েক মাসে এখানে মাত্র একটি জাহাজ এসেছে। ইয়েমেনিরা এই বন্দরটিকে কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে।" বন্দরটির কার্যক্রম সচল রাখতে এই মাসের শুরুতে ইসরায়েলি সরকারের কাছে আর্থিক সহায়তা চেয়েছিল ইলাত বন্দর কর্তৃপক্ষ। টার্গেট করে হামাস নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা ইসরায়েলের হামাস কমান্ডারদের চাপ বাড়ছে সিনওয়ারের ওপর সিআইএ প্রধান বন্দরের এই কর্মকর্তা গত বছরের ডিসেম্বরে জানান যে লোহিত সাগরে হুথিদের কারণে তাদের কার্যক্রম ৮৫ শতাংশ কমে গেছে। পাশাপাশি ওই সময় তিনি আরও জানান যে এটি সচল রাখতে তাদের হয়ত অনেক কর্মীকে ছাঁটাই করতে হবে। ইলাত বন্দর বন্ধ হয়ে যাওয়ার মধ্যেই শঙ্কায় রয়েছে আশোদ এবং হাইফা বন্দর। যদি হিজবুল্লাহর সঙ্গে ইসরায়েলের পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে এ বন্দরগুলো শঙ্কায় পড়বে। কারণ এগুলো হিজবুল্লাহর ক্ষেপণাস্ত্রের আওতার মধ্যে রয়েছে। আর হিজবুল্লাহ যদি এসব বন্দরে হামলা চালিয়ে এগুলো অকার্যকর করে দেয় তাহলে বেকায়দায় পড়বে দখলদার ইসরায়েল। কারণ নিজেদের আমদানি ও রপ্তানির জন্য এসব বন্দরের উপরই নির্ভরশীল তারা।

১-ম পাতার পর

একুশে জুলাই বিজেপির দুই সংসদ তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছে

দিতে পারেন জোড়াফুলে। ইতিমধ্যেই নব নির্বাচিত দুই সাংসদ মঞ্চে আসারও আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তার কথায় দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই বিষয়ে অবগত।যেহেতু ওই দুই সাংসদই সদ্য ভোটে জিতে জয়ী হয়েছেন তাই এক্ষেত্রে দলবিরোধী আইন দেখা হচ্ছে। তাই তাদের আপাতত বলা হয়েছে বিজেপিতে থেকে ভেতরের খবর চালান করতে। যদিও কোন দু'জন সাংসদ ঘাসফুল শিবিরে আসতে চলেছেন সেই নিয়ে বিশেষ কিছু খোলসা করেন নি কুণাল। নির্দিষ্ট করে কোনো নাম শোনা যায়নি তার মুখে।

তবে যদি সত্যিই এমনি কিছু ঘটে তাহলে সেটা নিঃসন্দেহে তাহলে বিজেপির কাছে বড় সেটব্যাক হয়ে দাঁড়াবে। কোন দুজন সাংসদ দলে থেকেও এসব চালাচ্ছ? এই নিয়ে জোর জল্পনা তৈরী হয়েছে গেরুয়া শিবিরের অন্দরেই। এদিন কুণাল আরও বলেন, , "অনেক বিধায়কও তৃণমূলে আসতে চাইছেন। এসব দলের শীর্ষ নেতৃত্ব দেখছেন। সময় মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

১-ম পাতার পর

একুশে জুলাই বিজেপির দুই সংসদ তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছে

পরীক্ষায় নকল করার অভিযোগ সংক্রান্ত।পঙ্কজকে গ্রেফতার করা হয়েছে পটনা থেকে। রাজুকে ধরা হয়েছে ঝাড়খণ্ডের জামশেদপুর থেকে। উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নফাঁসের তদন্তে এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত নয় জনকে গ্রেফতার করল সিবিআই।

সূত্রের খবর, ২০১৭ সালে জামশেদপুরেরই এক কলেজ থেকে ইঞ্জিনিয়রিং পাশ করেছিলেন পঙ্কজ কুমার ওরফে আদিত্য। ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা এনটিএ-র ট্রাঙ্ক থেকে প্রশ্নপত্র চুরিতে মূল অভিযোগ এই পঙ্কজের বিরুদ্ধেই। তার পর সেই ফাঁস হওয়া প্রশ্ন বিলি করার অভিযোগ রয়েছে পঙ্কজের সাগরেদ রাজুর বিরুদ্ধে।নিট পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগ আসতেই হইচই পড়ে যায় গোটা দেশে। অস্বস্তিতে পড়তে হয় পরীক্ষার নিয়ামক সংস্থা ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সিকে। শিক্ষা মন্ত্রককেও সমালোচনার মুখে পড়তে হয়। এই পরিস্থিতিতে ডাক্তারির প্রবেশিকা পরীক্ষায় বেনিয়মের অভিযোগের তদন্তে নেমেছে সিবিআই। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা ইতিমধ্যেই একাধিক এফআইআর দায়ের করেছে। দেশজুড়ে প্রায় ৬০ জনকে এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার করেছেন কেন্দ্রীয় এজেন্সির অফিসাররা।

এক সময়ের সমালোচক, এখন ট্রাম্পের সমর্থক হ্যালি-ডিস্যান্টিস

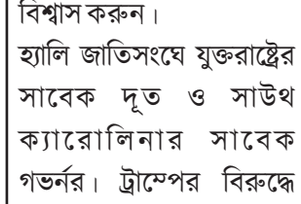

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ডোনাল্ড ট্রাম্পের এক সময়ের তীব্র সমালোচক নিকি হ্যালি ও রন ডিস্যান্টিস এখন তাকে পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছেন। তারা দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, ট্রাম্পকে সমর্থন ও ভোট দেওয়ার জন্য।

মঙ্গলবার রিপাবলিকান পার্টির জাতীয় সম্মেলনে নিকি হ্যালি বলেন, দেশের স্বার্থেই ডেমোক্রেটিক প্রার্থী জো বাইডেনের বিরুদ্ধে ট্রাম্পকে ভোট দিতে হবে। হ্যালি বলেন, ট্রাম্পকে ভোট দিতে আপনাদের তার সাথে সম্পূর্ণ একমত হতে হবে না। আমার কথায় এটা বিশ্বাস করুন।

হ্যালি জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক দূত ও সাউথ ক্যারোলিনার সাবেক গভর্নর। ট্রাম্পের বিরুদ্ধে রিপাবলিকান দলের মনোনয়ন পেতে সবচেয়ে দীর্ঘ লড়াই চালিয়েছিলেন তিনি। সেই সময় তিনি ট্রাম্পকে প্রেসিডেন্টের দায়িত্বের জন্য অনুপযুক্ত বলেছিলেন।

ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস, নির্বাচনী দৌড় থেকে সরে যাওয়ার সময়ই ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'আসুন জো বাইডেনকে তার বেজমেন্টে ফিরিয়ে দেই এবং ডোনাল্ড ট্রাম্পকে পুনরায় হোয়াইট হাউসে নিয়ে আসি।'

আগামী ৫ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ভোট গ্রহণ হবে।

শহরে ফের আক্রান্ত পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শহরে ফের আক্রান্ত পুলিশ। মহরমের দিন টহল দিতে গিয়ে শোভাবাজারে আক্রান্ত হলেন কলকাতা পুলিশের কর্মী দেবাশিষ মন্ডল। বুধবার ভোরে উত্তর কলকাতার বড়তলা থানায় এলাকায় মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেয় দুষ্কৃতী।একদিকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার জনতা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ায় গণপিটুনির শিকার হচ্ছেন নিরপরাধ মানুষেরা। কোথাও আবার আইনের রক্ষক নিজেই রাস্তায় মার খাচ্ছেন। যদিও এদিনের ঘটনাটিতে খাস কলকাতায় পুলিশের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।মহরমের দিনে অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে শহর জুড়ে পুলিশের টহলদারি চলছে। বুধবার সকালে শোভাবাজারের কাছে বড়তলা এলাকায় টহলে বেরিয়েছিলেন দেবাশিষবাবু। নজরদারি চালানোর সময়েই এক মদ্যপ ব্যক্তিকে বচসায় জড়িয়ে যেতে দেখেন কর্তব্যরত পুলিশকর্মী। ওই মদ্যপ ব্যক্তিকে আটক করতে গিয়েই আক্রান্ত হন তিনি।

পুলিশ সূত্রের খবর, অভিযুক্তের নাম রাহুল দাস। ওই মদ্যপের মারে মাথা ফেটে যায় ওই পুলিশকর্মীর। রীতিমতো মারধর করে তাঁর মাথা ফাটিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রক্তাক্ত অবস্থায় আক্রান্ত পুলিশকর্মীকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। আপাতত তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বর্তমানে তাঁর অবস্থা স্থিতিশীল। বুধবার, সকাল সাড়ে পাঁচটার সময় দুই পুলিশকর্মীর রুটিন টহলদারিতে বের হলে এই ঘটনা ঘটে।

ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের নেতাদের হত্যার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : হামাসের নেতাদের টার্গেট করে হত্যার পরিকল্পনা করছে ইসরায়েল।এই পরিকল্পনার অংশ হিসেবে এখন হামাসের শীর্ষ নেতাদের উপর বিমান হামলা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) একটি আরব সংবাদমাধ্যমে এই তথ্য জানানো হয়। সংবাদমাধ্যমটি আরও জানিয়েছেন যে হামাসের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধের তৃতীয় ধাপে প্রবেশ করেছে ইসরায়েল। লন্ডনভিত্তিক আশরাক আল-আওসাত নামের এই আরব সংবাদমাধ্যটি আরও জানিয়েছে, হামাসের উচ্চপদস্থ নেতাদের পাশাপাশি যারা ৭ অক্টোবরের হামলা, রকেট ছোড়ার কাজ করেছেন তাদেরও হত্যা করার চেষ্টা চালাবে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। এমনকি যারা হামাস, আল কাসেম ব্রিগেড, ইসলামিক জিহাদ এবং অন্যান্য গোষ্ঠীর সদস্যদের বেতন দেওয়ার কাজটি করছে তাদের উপরও হামলা চালাবে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী।

এছাড়াও কয়েকদিন আগে গাজা সিটির সাধারণ মানুষকে ইসরায়েলিরা সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিয়েছিল মূলত 'হামাসের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষুব্ধ' করে তুলতে। ইসরায়েলিদের ধারণা এভাবে বারবার সরে যাওয়ার নির্দেশনা দিলে গাজার সাধারণ মানুষ হামাসের উপর বিরক্ত হবে। তাদের মধ্যে একটি ধারণা তৈরি হবে যে, হামাসের কারণে তারা এমন দুর্ভোগে পড়েছেন। গত বছরের ৭ অক্টোবর হামাস ও ইসরায়েলের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১০ মাস ধরে চলা এ যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৪০ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন আরও প্রায় এক লাখ মানুষ। এত মানুষ হতাহত হলেও ইসরায়েল তাদের বর্বরতা চালিয়ে যায়।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ১৯৫ সংখ্যা ১৮ জুলাই, ২০২৪ বৃহস্পতিবার ০২ শ্রাবণ, ১৪৩১

৩ পাতার পর

কেনিয়ায় সরকারের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভকারীরা

পুলিশের সাথে সংঘর্ষে এক বিক্ষোভকারী নিহত হন। পরে তার মরদেহ নিয়ে থানার কাছে বিক্ষোভ করেন হাজার হাজার মানুষ। তবে দেশটির পুলিশ ওই ব্যক্তির প্রাণহানির বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেনি।সেসময় বিক্ষোভকারীদের 'রুটোর বিদায় চাই' বলে স্লোগান দিতে দেখা যায়। বিবিসির একজন প্রতিনিধি বলেছেন, থানায় বিক্ষোভের সময় রাস্তায় আগুন জ্বালিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। একই সঙ্গে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের সময় পাথর নিক্ষেপ করেন তারা। মোম্বাসা, কিসুমু, নাকুরু এবং নায়েরিসহ দেশের অন্যান্য অংশেও বিক্ষোভ-সহিংসতা দেখা গেছে।

কেনিয়ার টেলিভিশন চ্যানেল কেটুয়েন্টিফোরের একজন প্রতিবেদকও নাকুরুতে বিক্ষোভের ঘটনার তথ্য সংগ্রহের সময় বুলেটের আঘাতে গুরুতর আহত হয়েছেন। তার উরুতে গুলি লেগেছে এবং তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কেনিয়ার সংবাদপত্র ডেইলি নেশন বলেছে, দেশটির ৪৭টি কাউন্টির প্রায় অর্ধেকে বিক্ষোভ চলছে।গত ২৫ জুন বিক্ষোভকারীরা নাইরোবিতে সংসদ ভবনে প্রবেশ করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায় ও এর কিছু অংশে আগুন ধরিয়ে দেয়। এরপর প্রেসিডেন্ট রুটো বিতর্কিত কর বৃদ্ধির বিল প্রত্যাহারের ঘোষণা দেন। বিক্ষোভ শুরুর পর থেকে এখন পর্যন্ত দেশটিতে অন্তত এক ডজন মানুষ নিহত হয়েছেন। তবে দেশটির রাষ্ট্রীয় অর্থায়নে পরিচালিত একটি অধিকার সংস্থা বলেছে, বিক্ষোভ-সহিংসতায় কমপক্ষে ৫০ জন নিহত ও ৪১৩ জন আহত হয়েছেন।

সম্পাদকীয়

বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ে জোর করে প্রবেশ করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ

আপনি নিশ্চয়ই রেলগেটে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে যান? কিন্তু যখন রেলগেট পড়ে , সাইরেন বাজে এবং লাল সিগন্যাল থাকে, আপনার তখন দাঁড়িয়ে যাওয়াই উচিত কারণ ট্রেন আসছে এবং তখন ভিতরে ঢুকলে বিপদ ঘটতে পারে।একই অবস্থা রিষড়ায় ৩ ও ৪ নং গেট, উত্তরপাড়ায় ২সি , বৈদ্যবাটিতে ১১ স্পেশাল, বেলুড়ে দেড় নম্বর গেট, তালিতে ৫৬ স্পেশাল ইত্যাদি গেটগুলির ক্ষেত্রেও। একটি ট্রেন এই বিলম্বের কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি করলে তার ফলে সেই ট্রেনটি ফেরত আসার সময়েও একইরকম দেরি করে ফেলছে , এতে আখেরে যাত্রীদেরই অসুবিধা হচ্ছে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন, "রেলওয়ের তরফ থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ, গেট যখন পড়ছে সেই সময়ে আপনারা রেললাইনের পরিধিতে ঢোকার চেষ্টা করবেন না, বন্ধ লেভেল ক্রসিংয়ে জোর করে প্রবেশ করা একটি দণ্ডনীয় অপরাধ তো বটেই , এছাড়াও এতে আপনাদের প্রাণের ঝুঁকিও রয়েছে। রেলওয়েকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করার জন্য রেলকে সহযোগিতা করুন"।প্রায়ই দেখা যায় রেলগেটগুলি বন্ধ হওয়ার মুখে মানুষজন তাড়াহুড়ো করে সেটি পেরোনোর চেষ্টা করে এবং মানুষজন একবার ঢুকে পড়লেই ট্রেন চলাচলে সমস্যা তৈরী হয় ।ইদানীং কালে লক্ষ্য করা যাচ্ছে কিছু কিছু লেভেল ক্রসিংয়ে গেট বন্ধ করতে চেয়েও বন্ধ করা যাচ্ছে না কারণ গাড়ি, মোটরবাইক ইত্যাদি ক্রমাগত লেভেল ক্রসিং গেটের মধ্যে দিয়ে চলাচল করেই যাচ্ছে রেলগেট বন্ধ হওয়ার সাইরেন বাজা সত্ত্বেও। অনেকেরই মতে, সাইরেন বাজানোর পরে থামানো উচিত গাড়ি। এর ফলে বাধ্য হয়ে লেভেল ক্রসিংয়ের গেট খোলা রাখতে হয়, সেই কারণে স্টেশনে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকছে ট্রেন ।খড়দহে ৯ নং গেট, বেলঘড়িয়ায় ২ নং গেট , ব্যারাকপুরে ১৪ নং গেট, দমদম ক্যান্টনমেন্টের ১ ও ২ নং গেট, টিটাগড়ে ১২ নং গেট, রানাঘাটে ৫৭ নং ইত্যাদি গেটগুলিতে ব্যস্ত সময়ে অর্থাৎ সকাল ৮:৩০ থেকে ১১:৩০ টা এবং বিকেল ৫:৩০ টা থেকে ৮:৩০ টা পর্যন্ত লক্ষ্য করা যাচ্ছে ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখতে হচ্ছে প্রায় ১৫-২০ মিনিট। এর ফলে অপেক্ষারত প্রতিটি ট্রেনের প্রায় ১০০০-১২০০ যাত্রীদের প্রচুর সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এবং তাঁদের গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি হচ্ছে। যাত্রাপথে প্রতি রেলগেটে যদি একটি ট্রেনকে খুব কম করে ৫-৭ মিনিটও অপেক্ষা করতে হয় তবে ৫-৬টি লেভেল ক্রসিং গেট মিলিয়ে প্রায় আধ ঘন্টা লেট হয়ে যায়। এই লেট করার কারণে ক্ষিপ্ত হচ্ছেন যাত্রীরা ।একই অবস্থা রিষড়ায় ৩ ও ৪ নং গেট, উত্তরপাড়ায় ২সি , বৈদ্যবাটিতে ১১ স্পেশাল, বেলুড়ে দেড় নম্বর গেট, তালিতে ৫৬ স্পেশাল ইত্যাদি গেটগুলির ক্ষেত্রেও। একটি ট্রেন এই বিলম্বের কারণে গন্তব্যে পৌঁছতে দেরি করলে তার ফলে সেই ট্রেনটি ফেরত আসার সময়েও একইরকম দেরি করে ফেলছে , এতে আখেরে যাত্রীদেরই অসুবিধা হচ্ছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(শেষ পর্ব)

উত্তরে বললেন, ;আমরা একই সত্ত্বার তিনটি অংশ। আমরা ত্রিধা বিভক্ত। ব্রহ্মা সৃষ্টিকর্তা, বিষ্ণু রক্ষাকর্তা ও আমি ধ্বংসকর্তা। আমার শরীর থেকে রুদ্র নামে আর এক সত্ত্বার জন্ম হয়েছে। যদিও রুদ্র আর আমি একই সত্ত্বা। ব্রহ্মা, আপনি এবার সৃষ্টিকর্ম শুরু করুন।' এই বলে শিব অদৃশ্য হলেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণু তাঁদের রাজহংস ও বরাহের রূপ পরিত্যাগ করলেন। তবেই পুরাণ-লোকশ্রুতি অনুসারে শিব-গৌরীর বিয়ের স্থানটি উত্তরাখণ্ডে রুদ্রপ্রয়াগ জেলার ত্রিযুগীনারায়ণ গ্রামে। মন্দাকিনী ও শোনগঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই পৌরাণিক জনপদটি ছিল হিমালয় রাজার রাজধানী। এই বিবাহ দিয়েছিলেন স্বয়ং ব্রহ্মা। আর নারায়ণ গৌরীকে সমর্পণ করেন শিবের হাতে। চৈত্রে শিবগাজন উৎসব অনেকের মতে হর-কালীর বিয়ের অনুষ্ঠান। যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি লিখেছেন, 'শিবের গাজনের প্রকৃত ব্যাপার হর-কালীর বিবাহ। সন্ন্যাসীরা বরযাত্রী। তাহাদের গর্জন হেতু গাজন শব্দ আসিয়াছে। ধর্মের গাজনে মুক্তির সহিত ধর্মের বিবাহ হয়। দুই বিবাহ-ই প্রচ্ছন্ন।' তবে বিজ্ঞানের মতবাদ অনুযায়ী কোনো বস্তু কিছু না থেকে সৃষ্টি হয়ে কিছু না তে শেষ হয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সমস্ত বস্তু শিব থেকে এসেছে আবার সেটি শিবে মিশে যাবে। শিব গোটা বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে বিরাজ করে। এক কথায় বলা যায় শিবই হল বিশ্ব ব্রহ্মান্ড। বিজ্ঞানের কথায় শক্তির সৃষ্টি ও বিনাশ নেই শক্তিকে কেবল এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তর করা হয়। হিন্দু শাস্ত্র মতে ও শক্তির অন্য রূপ শিবের কোন সৃষ্টি ও বিনাশ নেই। হিন্দু শাস্ত্র মতে শিবের অনেক রূপ রয়েছে। আমাদের কখন মৃত্যু হয় যখন আমাদের শরীরে এনার্জি অর্থাৎ শিব থাকেনা। এক কথায় বলা যায় শিব হীন দেহ শবে পরিণত হয়। অতএব আমাদের সকলের শরীরের মধ্যে শিব অবস্থান করে।শিব পুরান অনুযায়ী আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডে ১১টি রুদ্রের রূপ রয়েছে। আমাদের বিশ্ব ব্রহ্মান্ডের সঙ্গে রুদ্রের রূপের সৃষ্টি হয়েছে। অনেকের মতে ওই পিন্ডটির অভ্যন্তরীণ যে বিস্ফোরণ ঘটেছিল তা শিবের তান্ডব নৃত্যের ফলে হয়ে ছিল। আর এই নৃত্য কে কসমিক ড্যান্স বলে। শিবের এই রূপকে নটরাজ বলে। নটরাজ এর পিছনের গোলাকার চূড়াটি ব্ল্যাকহোল কে নির্দেশ করে। শিবের নৃত্যের এনার্জির ভাইব্রেশান থেকে এই চক্রের সৃষ্টি। চক্র অপর নাম পৃথিবী ,এই সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিগব্যাং থিওরি অনুযায়ী পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে একটি পিন্ড থেকে। ওই পিন্ডটিতে হঠাৎ বিস্ফোরণ হয় এবং পৃথিবীর সৃষ্টি হয়। সাধারণ ভাবে আমাদের প্রশ্ন জাগবে যে এই পিন্ডটির উৎপত্তি কোথা থেকে? কিন্তু বৈজ্ঞানিকরা এর সঠিক বাখ্যা দিতে পারেননি। কোন রহস্যময় ঘটনার ফলে এই পিন্ডটির উৎপত্তি। কিন্তু এই পিন্ডটির উৎপত্তি সম্পর্কে বিস্তর বিতর্ক রয়েছে। এই রহস্যময় জিনিসটি হল অসমিত এনার্জি ও উর্জাতে পরিপূর্ণ ছিল। আর এই রহস্যময় জিনিসটি হল সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের দেবতা শিব। এই পিন্ডটির কখনও বিনাশ নেই। আর শিবেরও সৃষ্টি, বিনাশ নেই।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বাংলাদেশে উদ্ধার সিকিমের সাবেক মন্ত্রীর লাশ পরিবারের কাছে হস্তান্তর

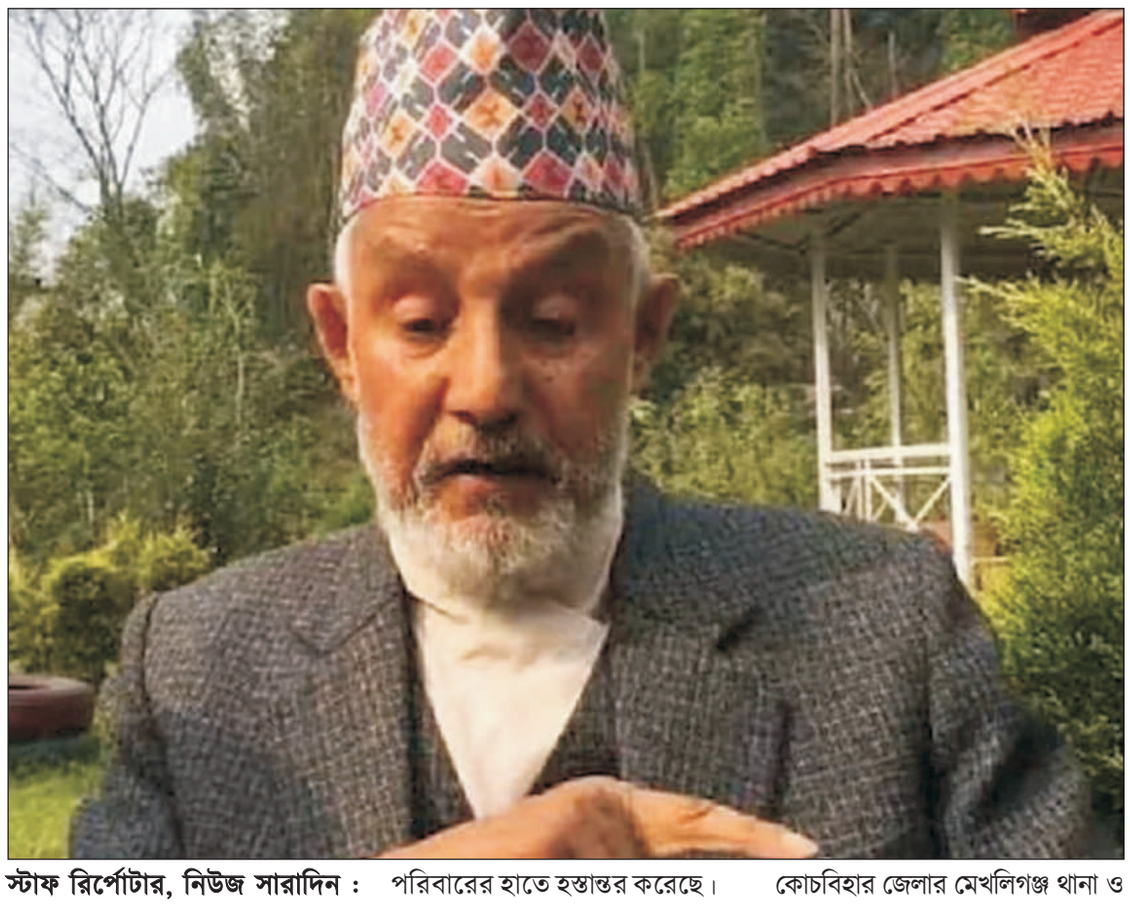

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিখোঁজ হওয়ার ১০ দিন পর সিকিমের সাবেক মন্ত্রী ও বিধানসভার সাবেক ডেপুটি স্পিকার রামচন্দ্র পৌদিয়ালের পচাগলা লাশ উদ্ধার করা হয়েছে বাংলাদেশের তিস্তা নদীর চরে। মঙ্গলবার এই লাশ শনাক্তকরণের পর বাংলাদেশ পুলিশ পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ কর্মকর্তা ও মৃতের পরিবারের হাতে হস্তান্তর করেছে।

জানা যায়, সোমবার বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার গোবরধন গ্রাম সংলগ্ন মহিষখোঁচা এলাকায় তিস্তার চরে একটি লাশ ভেসে থাকতে দেখেন সেখানকার বাসিন্দারা। অজ্ঞাত এই লাশ উদ্ধার করার পর মঙ্গলবার বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেই লাশে হাতঘড়ি দেখে সিকিমে পৌদিয়ালের পরিবারের সন্দেহ হয়। এরপর পরিবারের পক্ষ থেকে কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ থানা ও বাংলাদেশ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে।

জানা গেছে, রামচন্দ পৌদিয়াল সিকিমের শিক্ষা ও বন দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন। এ ছাড়াও তিনি রাইসিং সান দলের নেতা ছিলেন।

বুধবার কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, হাতঘড়ি দেখে লাশটিকে চিহ্নিত করেছিল পরিবার। ময়নাতদন্তের পরে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দিয়ে লাশটি কোচবিহারের মেখলিগঞ্জ পুলিশ ও মৃতের পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

মৃত সাবেক মন্ত্রীর পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ৭ জুলাই থেকে নিখোঁজ ছিলেন ৮০ বছর বয়সী রামচন্দ্র পৌদিয়াল। সেদিন সকাল নয়টা নাগাদ সিকিমের তার ছোট সিংতামের বাড়ি থেকে বেড়িয়েছিলেন সাবেক মন্ত্রী। আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছেন বলে পরিবারকে জানিয়েছিলেন তিনি। সিসিটিভি ফুটেজেও প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ছাতা মাথায় দিয়ে তাকে বের হতে দেখা যায়। বিকেলের মধ্যে বাড়ি ফিরে আসার কথা থাকলেও না ফেরায় খোঁজ শুরু করেছিল পরিবার। পরে থানায় নিখোঁজের ডায়েরি করেছিল পরিবার।

ময়নাতদন্তের পর মঙ্গলবার রাতেই কোচবিহার জেলার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে সিকিমের সাবেক মন্ত্রীর লাশ বাংলাদেশ প্রশাসনের পক্ষে ভারতীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। লাশ তুলে দেওয়ার সময় মেখলিগঞ্জ পুলিশের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা, ওসি মিঠুন বিশ্বাস, ওসি আইসিপি সুরজিত বিশ্বাস ছাড়াও বিএসএফ এবং বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারাও হাজির ছিলেন।

সাবেক মন্ত্রীর জামাই বলেন, বাংলাদেশে উদ্ধার হওয়া লাশের হাতঘড়ি দেখেই তারা তার শ্বশুরকে চিহ্নিত করতে পারেন।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

তবে আমরা স্বাধীনতার আগে যে সুন্দরবনকে দেখেছিলাম আজ সেই সুন্দরবন বিভক্ত দুটো ভাগে ভাগ হয়েছে। একদিকে বাংলাদেশ আরেকদিকে ভারতবর্ষের পশ্চিমবঙ্গের দুই জেলা উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবন।

১৯৪৭ এ দেশ ভাগের সময় সুন্দরবনের আয়তন ছিল প্রায় ২৫,৫০০ বর্গ কি:মি:, যার মধ্যে বর্তমানে ভারতীয় সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ৯৬৩০ বর্গ কি:মি: এবং বাংলাদেশের সুন্দরবনের আয়তন প্রায় ১৫৮৭০ বর্গ কি:মি:।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

শোলে'র সেই 'ঠাকুর' সঞ্জীব কুমারের পছন্দের চরিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : আজ বলিউডের ক্ষণজন্মা অভিনেতা সঞ্জীব কুমারের ৮৬তম জন্মদিন। হরিভাই নামেও পরিচিত সঞ্জীব তার ৪৭ বছরের জীবনে ১৬৫টি সিনেমায় অভিনয় করেন। এর মধ্যে ১৫৫টি হিন্দিতে ও অপর ১০টি অন্য ভাষায়।

সঞ্জীব কুমার বিশ্বাস করতেন, তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। এজন্য বেছে বেছে বয়স্ক মানুষের ভূমিকায় অভিনয় করতেন। শোলে, ত্রিশূল ও দেবতার মতো কালজয়ী সিনেমায় সঞ্জীব অভিনীত চরিত্রগুলো দর্শকদের মনে স্থায়ী আসন তৈরি করেছে।

পরেশ রাওয়াল সঞ্জীবকে নিয়ে লেখা স্মৃতিচারণামূলক বইতে 'সঞ্জীব কুমার: দ্য অ্যাক্টর উই অল লাভড' উল্লেখ করেন, একবার তিনি তার ম্যানেজার জন্মদাসের সঙ্গে কথা বলছিলেন। তিনি বলেন, 'পরেশ, রুপালি পর্দায় কেউ অমিতাভ বচ্চনের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করতে চাইলে সে মানুষটি আর কেউ নন, সঞ্জীব কাপুরও হতে পারবেন।'

এই ধারায় বেশ কয়েকটি সিনেমায় বয়স্ক মানুষের চরিত্রে অভিনয় করেন সঞ্জীব, যেমন শোলে (১৯৭৫), ত্রিশূল (১৯৭৮), মৌসুম (১৯৭৫), সাওয়াল (১৯৮২) ও দেবতা (১৯৭৮)। ৩৭ বছর বয়সে শোলে সিনেমায় ঠাকুরের ভূমিকায় এবং ৪০ বছর বয়সে ত্রিশূল সিনেমায় অমিতাভের বাবার ভূমিকায় অভিনয় করেন তিনি।

অনেক অভিনেতা মনে করেন তরুণ বয়সে প্রবীণ চরিত্রে অভিনয় করলে ক্যারিয়ারের ক্ষতি হয়। তাই তারা এ ধরনের চরিত্রে অভিনয় করতে চান না। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিলেন সঞ্জীব।

সঞ্জীবের সহশিল্পী তাবাসসুম তার ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত ভিডিওতে বলেন, এক জ্যোতিষী সঞ্জীবকে জানিয়েছিল যে তিনি বেশিদিন বাঁচবেন না। এ কারণে, 'যে বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকবেন না', সে বয়সী মানুষের চরিত্রে অভিনয় করার চিন্তা ও ইচ্ছা মাতিয়ে রেখেছিল সঞ্জীবকে।

এমন কী, যখন সঞ্জীব থিয়েটারে কাজ করতেন, তখনো তিনি এ ধরনের বয়স্ক মানুষের চরিত্র খুঁজে বের করে সেগুলোতে অভিনয় করতেন।

তিনি বলিউডের 'ঠাকুর' হিসেবে পরিচিত ছিলেন এবং শোলে সিনেমায় 'ঠাকুর' ছিল তার প্রিয় চরিত্র।

সঞ্জীবের সমসাময়িক অভিনেতা পরেশ রাওয়াল জানান, দর্শকরা পর্দায় সঞ্জীবকে দেখলেই ভাবতেন, 'যাক এবার আর কোনো দু:চিন্তা নেই। সিনেমা খারাপ হতেই পারে না।'

'তিনি ছিলেন পরিচালকদের মুশকিল আসান অভিনেতা। যেকোনো পরিস্থিতিতে দর্শকদের মাতিয়ে রাখতে পারতেন তিনি', যোগ করেন তিনি।

সঞ্জীব কুমারকে প্রখ্যাত হলিউড তারকা ফিলিপ সেইমুর হফম্যানের সঙ্গে তুলনা করা হোত। তার ওপর পরিচালকরা সব সময় ভরসা রাখতেন।

অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য সিনেমায় অভিনয় করেন সঞ্জীব।

স্বাধীন জীবন যাপন করেন অকৃতদার সঞ্জীব কাপুর। ১৯৮৫ সালের ৬ নভেম্বর ৪৭ বছর বয়সে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান তিনি।

'কল্কি'র সিক্যুয়েল থেকে বাদ পড়ছেন দীপিকা?

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বক্স অফিসে ঝড় তুলেছে 'কল্কি'। একাধিক ভারতীয় সিনেমার রেকর্ড ভেঙে নতুন মাইলস্টোন দাড় করিয়েছে এই ছবি। প্রথম পর্বেই পারফরম্যান্সের দিক থেকে একেবারে নতুন ভাবে অনুরাগীদের মাঝে ধরা দিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন, কমল হাসান, প্রভাসরা।

তবে শোনা যাচ্ছে, সিক্যুয়েলের কাস্টিং থেকে দীপিকা পাড়ুকোনকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক নাগ অশ্বীন। 'কল্কি'র গল্প অনুযায়ী, বিষ্ণুর দশম অবতারকে গর্ভেধারণ করেন দীপিকা। ধরিত্রীকে বিপদের হাত থেকে রক্ষা করতে তাঁর উপরই কল্কিকে পৃথিবীর আলো দেখানোর দায়িত্ব বর্তেছে। দীপিকার গর্ভস্থ সন্তানই বিষ্ণুর সেই দশম অবতার।

পরিচালকের সাজানো গল্প অনুযায়ী কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ৬ হাজার বছর পর জন্ম নিচ্ছে কল্কি। যেখানে মহাজাগতিক বদল ঘটেছে গোটা বিশ্বে। আর ঠিক এই প্রেক্ষাপটেই সুমতীর চরিত্রে বাজিমাত করেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। যা দেখে দর্শকরাও রিপোর্ট কার্ডে ফুলমার্কস বসিয়েছেন। কিন্তু এবার 'কল্কি' সিক্যুয়েল নিয়ে নতুন আপডেট। সিক্যুয়েলে থাকছেন না দীপিকা পাড়ুকোন। কিন্তু কেন 'কল্কি'র দ্বিতীয় পর্বে বাদ দীপিকা? ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, প্রথমটায় দীপিকার সিক্যুয়েলে অভিনয় করার কথা ছিল। নাগ অশ্বীন তৈরিও ছিলেন অভিনেত্রীকে মাতৃত্বকালীন একটা বিরতি দেওয়ার জন্য। তবে সিনেমার গগনচুম্বী সাফল্যের জেরেই সিদ্ধান্ত বদলাতে হল। যত দ্রুত সম্ভব 'কল্কি'র সিক্যুয়েল পর্দায় আনতে চাইছেন তারা।

অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে অক্ষয় যাননি কেন?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনন্ত-রাধিকার বিয়েতে যোগ দিতে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমন্ত্রিতরা মুম্বাই চলে এসেছেন। অবশেষে ১২ জুলাই শুক্রবার সাতপাকে বাঁধা পড়ছেন তারা। বছরের সেরা ইভেন্ট অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়েতে থাকতে পারেননি অক্ষয় কুমার। হঠাৎ করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন তিনি।

বিয়ের দিন মুক্তি পেয়েছে অক্ষয়ের নতুন ছবি সারফিরা। এই ছবির প্রচারের সময় অসুস্থবোধ করেন অক্ষয়। করোনা পজিটিভ হবার পরে নিজেকে আইসোলেশনে রেখেছেন এ অভিনেতা।

ভারতীয় সংবাদমমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, 'গত দু'দিন ধরে শারীরিকভাবে দুর্বল বোধ করছিলেন অক্ষয় কুমার। তার অভিনীত 'সারফিরা' সিনেমার প্রচারের কাজে বিভিন্ন জায়াগায় ভ্রমণ করছিলেন। এরপর কোভিড-১৯ পরীক্ষা করান, যার ফলাফল পজিটিভ আসে। রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর নিজেকে আলাদা করে রেখেছেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলছেন অক্ষয়। যদিও এ বিষয়ে এখনো অফিসিয়াল কোনও বিবৃতি জারি করেননি অক্ষয় কুমার কিংবা তার পরিবার।'

শুক্রবার অনন্ত আম্বানির সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়লেন রাধিকা মার্চেন্ট। জিও ওয়ার্ল্ড কনভেনশন সেন্টারে বিয়ের অনুষ্ঠান হয়। অনন্ত-রাধিকার বিয়ের অতিথি তালিকা বেশ লম্বা। রয়েছেন, শাহরুখ খান, সালমান খান, অক্ষয় কুমার, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দীপিকা পাড়ুকোন, আলিয়া ভাট, অমিতাভ বচ্চন, আমির খান, ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন, জাহ্নবী কাপুর, হানি সিং, অনন্যা পান্ডে, করিনা কাপুর খান, কারিশমা কাপুর, সাইফ আলি খান, ক্যাটরিনা কাইফ, ভিকি কৌশলের মতো তারকারা।

প্রসঙ্গত, অক্ষয় কুমার অভিনীত 'সারফিরা' পরিচালনা করেছেন সুধা কোঙ্গারা। এতে অভিনয় করেছেন- রাধিকা মদন, পরেশ রাওয়াল, সীমা বিশ্বাস প্রমুখ। সেই ছবির প্রচারে গিয়েই কোভিড আক্রান্ত হন তিনি।

কঙ্গনার সঙ্গে দেখা করতে হলে আনতে হবে আইডি কার্ড, বিতর্কের ঝড়

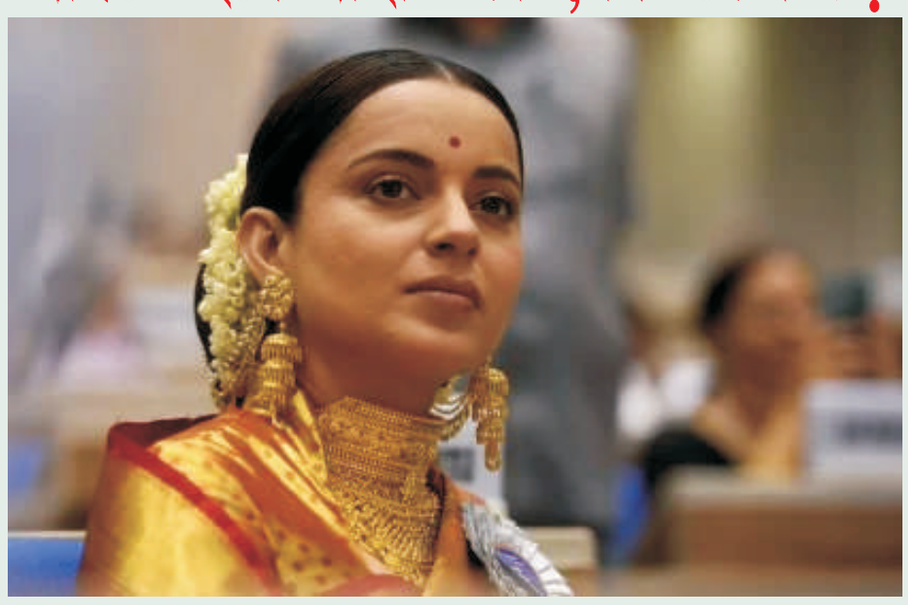

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : এই বছর প্রথমবার লোকসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে বলিউড অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত হিমাচল প্রদেশের মান্ডি কেন্দ্র থেকে বিজেপির সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। রাজনীতিতে প্রবেশের আগে থেকেই তিনি নানা বিষয়ে মন্তব্য করে বিতর্কে জড়িয়েছেন। এবার তার নেওয়া নতুন একটি সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে আবারও বিতর্কের ঝড় উঠেছে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে দেখা করার শর্ত হিসেবে কঙ্গনা রানাওয়াত ঘোষণা করেছেন, তার সঙ্গে দেখা করতে হলে অবশ্যই আইডি কার্ড আনতে হবে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, হিমাচলে প্রচুর পর্যটক আসেন। ফলে কে কোন রাজ্যের মানুষ তা বোঝা মুশকিল হয়। সাধারণ মানুষের সমস্যাদ্রুত সমাধান করার জন্যই তিনি এই শর্ত আরোপ করেছেন। কঙ্গনা আরো জানিয়েছেন, তার সঙ্গে যে কেউ দেখা করতে চাইলে আইডি কার্ডের সঙ্গে দেখা করার কারণ লিখিতভাবে আনতে হবে।

কংগ্রেস নেতা বিক্রমাদিত্য সিং এই সিদ্ধান্তের কড়া সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আমরা রাজনীতিতে এসেছি মানুষের সেবা করতে। তাই শুধু নিজের কেন্দ্র নয়, রাজ্যের যে কোনো প্রান্ত থেকে আসা মানুষের সেবা করাও আমাদের দায়িত্ব। বিক্রমাদিত্য সিং কঙ্গনাকে খোঁচা দিয়ে বলেন, আমার সঙ্গে দেখা করতে কেউ এলে কোনো আইডি কার্ড লাগবে না

উল্লেখ্য, মান্ডি লোকসভা কেন্দ্র, কঙ্গনা রানাওয়াতের কাছে নির্বাচনে হেরে যান রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বীরভদ্র সিং-এর ছেলে বিক্রমাদিত্য সিং। কঙ্গনার এই নতুন শর্ত নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। অনেকেই তার এই সিদ্ধান্তকে সমর্থন করছেন, আবার অনেকেই সমালোচনা করছেন। তবে কঙ্গনা তার সিদ্ধান্তে অনড় রয়েছেন।

ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে দেখা হলে ক্ষমা চাইবেন ইমরান হাশমি

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চনকে 'প্লাস্টিক বিউটি' বলে এক সময় বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন ইমরান হাশমি। সে সময় তাকে শুনতে হয়েছিল নানা কটু কথা। বলিউডে একপ্রকার কোণঠাসা হয়ে উঠেছিলেন ইমরান। যদিও বিষয়টির জন্য ঐশ্বরিয়ার কাছে ক্ষমা চান অভিনেতা।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে বিষয়টি নিয়ে আবারও মুখ খুলেছেন ইমরান হাসমি। জানিয়েছেন, কখনও সামনাসামনি দেখা হলে ক্ষমা চাইবেন তিনি। অভিনেতা আরও বলেন, 'এমন মন্তব্যের জন্য আমি খুবই বিব্রত। তবে বিষয়টিকে যদি কেউ সেই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটের বাইরে নিয়ে যান, তাহলে তা ঠিক হবে না। আসলে বিষয়টি সেই অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাপটে নিছক একটি রসিকতা ছিল।'

ইমরান হাশমি জানান, তিনি ঐশ্বরিয়ার অনেক বড় ভক্ত। অভিনেত্রীর 'হাম দিল দে চুকে সনম' আর ইমরানের 'কাসুর' সিনেমার শুটিং চলছিল পাশাপাশি। ঐশ্বরিয়ার দেখা পেতে তিন ঘণ্টা তার হিসাবে তাকে বিশেষ ভ্যানিটি ভ্যানের বাইরে উপহার দেওয়ার নিয়ম দাঁড়িয়ে ছিলেন ইমরান। ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে কখনো ব্যক্তিগতভাবে দেখা হয়নি ইমরান হাশমির। কখনো দেখা হলে ক্ষমা চাইবেন বলেও জানান অভিনেতা।

২০১৪ সালে করণ জোহরের 'কফি উইথ করণ'-এর চতুর্থ সিজনে অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ইমরান হাশমি। শো চলাকালীন অতিথিদের সঙ্গে একটি প্রশ্নোত্তর পর্ব চালান সঞ্চালক করণ। অতিথিদের মধ্যে যিনি ভালো উত্তর দেন, বিজয়ী হয়ে রয়েছে এই শোয়ে। এই প্রশ্নোত্তর পর্বে ইমরানের জবাবকে ঘিরেই শুরু হয় বিতর্ক এবং সমালোচনা।

প্রশ্নোত্তর পর্বে নিয়মানুযায়ী ইমরানকে কয়েকটি শব্দ বলেন করণ। শব্দগুলো শোনার পর যে তারকার কথা প্রথমে মনে আসবে, সেই নামই জবাবে বলতে হত ইমরানকে। করণ যখন 'প্লাস্টিক' শব্দটি উচ্চারণ করে ইমরানের দিকে তাকান, তখন অভিনেতা চটজলদি ঐশ্বরিয়ার নাম উল্লেখ করেন।

কোহলিকে বললেন আফ্রিদি

'একবার পাকিস্তানে এসো, ভারতের আতিথেয়তা ভুলে যাবে'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : প্রায় ১৬ বছরের আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ক্যারিয়ারে পাকিস্তানে কখনও যাওয়া হয়নি বিরাট কোহলির। তবে সেখানকার ক্রিকেট অনুসারীদের মধ্যে তার জনপ্রিয়তা তুমুল বলেই জানালেন শহিদ আফ্রিদি। ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা ও ভারতীয় দলকে নিজ দেশে আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন পাকিস্তানের সাবেক এই অলরাউন্ডার।

রাজনৈতিক বৈরিতায় দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক ক্রিকেট সম্পর্ক থমকে আছে বহু বছর ধরে। কোহলির আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কোহলির অভিষেক ২০০৮ সালের আগস্টে। ভারত সবশেষ পাকিস্তানে সফর করেছে ২০০৭ সালের শুরুতে। পাকিস্তান সবশেষ ভারত সফরে গিয়েছে ২০১৩ সালে। দুই টি-টোয়েন্টি ও তিন ওয়ানডের ছোট্ট সফর ছিল সেটি। দুই দেশের টেস্ট লড়াই সবশেষ হয়েছে ২০০৭ সালে। এখন শুধু আইসিসি ও এসিসির আসরগুলোতেই দেখা হয় দুই দেশের। তেমনই একটি আইসিসি টুর্নামেন্ট আছে সামনে। আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর বসবে পাকিস্তানে। খসড়া যে সূচি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ভারতের সব ম্যাচ রাখা হয়েছে লাহোরে। তবে ভারতীয় কিছু সংবাদমাধ্যমের খবর, পাকিস্তানে যাওয়ার কোনো ইচ্ছে ভারতের নেই। গত এশিয়া কাপ পাকিস্তানে হলেও ভারত তাদের ম্যাচগুলি খেলেছে শ্রীলঙ্কায়। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও নিজেদের ম্যাচগুলি তারা শ্রীলঙ্কা বা দুবাইয়ে খেলতে চায় বলে খবর প্রকাশিত হয়েছে।

ভারতীয় বোর্ডের পক্ষ থেকে সবশেষ গত মে মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হয়েছিল, ভারতীয় সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেবেন তারা। সব মিলিয়ে যথারীতি এবারও ভারতের পাকিস্তানে যাওয়া নিয়ে অনিশ্চয়তা আছে প্রবল। নিউজ টোয়েন্টিফোর স্পোর্টসের সাক্ষাৎকারে আফ্রিদি অনুরোধ করলেন সেই অনিশ্চয়তাই দূর করে দিতে। ক্রিকেটকে রাজনীতির বাইরে রাখার দাবি জানিয়ে সাবেক এই অলরাউন্ডার বললেন, কোহলির প্রতি আন্তরিকতা ও ভালোবাসার উষ্ণতায় ভারতীয়দেরকে ছাড়িয়ে যাবে পাকিস্তানের মানুষেরা, 'ভারতীয় দলকে স্বাগত জানিয়ে রাখছি। পাকিস্তান যখন সফরে যেত, ভারতে আমরা অনেক সম্মান ও ভালোবাসা পেয়েছি। ভারত যখন ২০০৫-০৬ মৌসুমে এখানে সফরে এসেছিল, তাদের সব ক্রিকেটার দারুণ উপভোগ করেছিল। ক্রিকেটকে রাজনীতির বাইরে রাখা উচিত। পাকিস্তান ও ভারতীয় দল একে অপরের দেশে যাচ্ছে এবং ক্রিকেট খেলছে, এর চেয়ে বড় শান্তির বার্তা তো আর হতে পারে না। ভিরাট কোহলি যদি পাকিস্তানে আসে, ভারতের ভালোবাসা ও আতিথেয়তা ভুলে যাবে সে। তার জাতই আলাদা। পাকিস্তানে তার জনপ্রিয়তা প্রবল, এখানে লোকে তাকে অনেক পছন্দ করে।'

সদ্যসমাপ্ত বিশ্বকাপ দিয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিকে বিদায় বলেছেন কোহলি। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ওয়ানডে টুর্নামেন্ট। এই সংস্করণে খেলা চালিয়ে যাবেন তিনি। ভারতীয় দল পাকিস্তানে গেলে তাই কোহলিকেও যাবে, যদি তিনি ফিট থাকেন। তবে টি-টোয়েন্টি থেকে তার বিদায় নেওয়াও উচিত হয়নি বলে মনে করেন ২০০৯ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপজয়ী তারকা আফ্রিদি, 'টি-টোয়েন্টি থেকে সরে দাঁড়ানো ঠিক হয়নি তার। তাকে নিয়েই এই সংস্করণ সুন্দর, তাই না? সে কেন খেলতে পারবে না? এখনও দারুণ ফিট, ফর্মেও আছে। সবকিছুর বাইরে, সে থাকলে নতুন ছেলেরা তাকে ঘিরে আরও বেশি সাফল্য পেত। শুধু তরুণ ক্রিকেটারদের দিয়েই সবকিছু সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মিশ্রণ থাকতে হয়। ভিরাট তরুণদেরকে যা শেখাতে পারে, অন্য কেউ তা পারবে বলে আমার মনে হয় না।'

শুরুতেই ধাক্কা, গম্ভীরের কথা রাখলো না বোর্ড

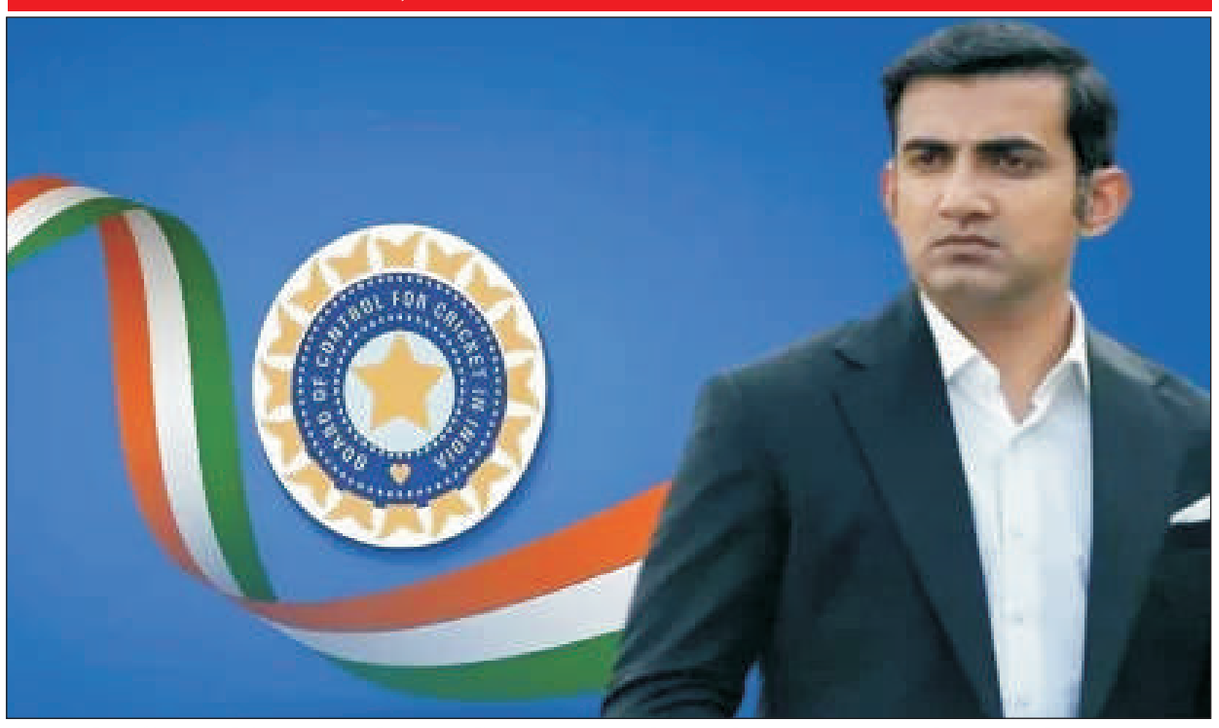

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচ গৌতম গম্ভীর কাজ শুরু করেছেন। তিনি বেছে নেবেন ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং কোচ। কিন্তু ফিল্ডিং কোচ হিসাবে গম্ভীর যার নাম প্রস্তাব করেছিলেন, তাকে নাকচ করে দিয়েছে বোর্ড। শোনা যাচ্ছে সহকারী বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে গম্ভীরকে দেওয়া হয়েছে শর্ত। কাজ শুরু করেই ধাক্কা খেলেন গম্ভীর।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরই দায়িত্ব ছেড়ে দেন রাহুল দ্রাবিড়। তার জায়গায় কোচ করা হয়েছে গম্ভীরকে। কিন্তু এখনও তার সহকারী কারা হবেন, তা নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। গম্ভীর ফিল্ডিং কোচ হিসাবে জন্টি রোডসের নাম প্রস্তাব করেছিলেন বলে শোনা গিয়েছে। কিন্তু বোর্ড তা মেনে নেয়নি। ভারতীয় গণমাধ্যমের খবর বলছে, বিসিসিআই গম্ভীরের সহকারী হিসাবে ভারতীয় কোচদেরই চাইছে।

দ্রাবিড়ের সহকারী হিসাবে ছিলেন ব্যাটিং কোচ বিক্রম রাঠোর, বোলিং কোচ পরশ মামব্রে এবং ফিল্ডিং কোচ টি দিলীপ। তাদের সকলেরই মেয়াদ শেষ হয়েছে। দ্রাবিড়ের মতো গম্ভীরের সব সহকারীও ভারতীয় হোক, এমনটাই চাইছে বোর্ড। সে ক্ষেত্রে বোর্ড চাইলে টি দিলীপকে ফিল্ডিং কোচ হিসাবে রেখে দিতেই পারে।

দ্রাবিড় দায়িত্ব ছাড়ার পর রোহিত শর্মাদের হেড কোচ হিসাবে কোনও ভারতীয়কেই চাইছিল বোর্ড। এ বার তার সহকারী হিসাবেও ভারতীয়দের চাইছেন জয় শাহরা। যদিও গম্ভীরকে কোচ করার সময় বোর্ড জানিয়েছিল, তিনি যাদের বেছে নেবেন, তাদের দায়িত্ব দেওয়া হবে। কিন্তু শুরুতেই ধাক্কা খেলেন গম্ভীর। বিদেশি কোচ চাওয়ায় তার আবেদন নাকচ করে দিল বোর্ড। এর আগে দ্রাবিড় এবং রবি শাস্ত্রী নিজেদের সহকারী হিসাবে যাদের চেয়েছেন, তাঁদের পেয়েছেন।

গম্ভীর এমন একটি দলের দায়িত্ব নিয়েছেন যারা সদ্য বিশ্বকাপ জিতেছে। ফলে গম্ভীরের কাজটা কঠিন। কারণ সমর্থকরা আশা করবেন খেতাব ধরে রাখবে দল। তাকে ২০২৭ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। পরের বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি রয়েছে। তার পর আরও একটি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে হবে। ২০২৭ সালে রয়েছে এক দিনের বিশ্বকাপ। এ ছাড়াও পরের বছর বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালও রয়েছে। ক্রিকেটার হিসাবে টি-টোয়েন্টি এবং এক দিনের বিশ্বকাপজয়ী গম্ভীর চাইবেন কোচ হিসাবেও একাধিক ট্রফি জিততে।

নতুন নির্বাচক কমিটি

ঘোষণা করল পাকিস্তান

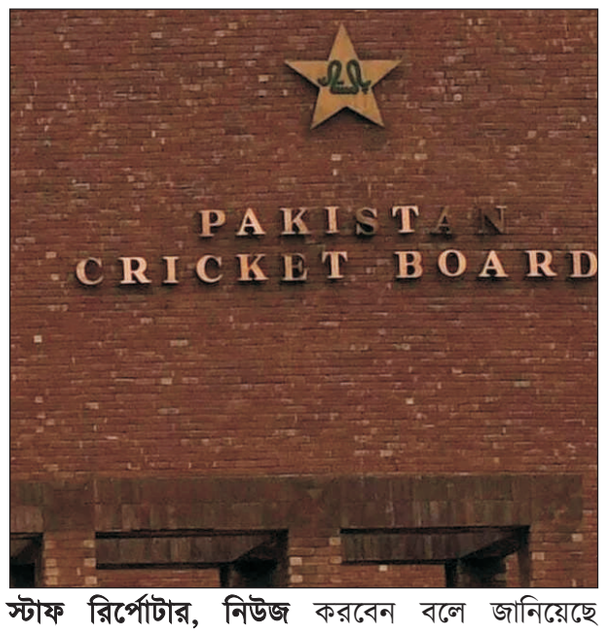

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় ওয়াহাব-রাজ্জাককে বরখাস্ত করার সপ্তাহ না পেরোনোর আগেই নতুন নির্বাচকদের নাম ঘোষণা করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)। যেখানে জায়গা পেয়েছেন সাবেক দুই ক্রিকেটার মোহাম্মদ ইউসুফ ও আসাদ শফিক।

তাদের সঙ্গে নির্বাচক প্যানেলে থাকছেন পাকিস্তান দলের দুই কোচ জেসন গিলেস্পি ও গ্যারি কারস্টেন। পাকিস্তান দলের সাদা পোশাকের অধিনায়ক শান মাসুদ ও সীমিত ওভারের অধিনায়ক বাবর আজমও নির্বাচক প্যানেলে অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করবেন বলে জানিয়েছে পাকিস্তানের গণমাধ্যম।

বাংলাদেশের বিপক্ষে দুই ম্যাচের আসন্ন টেস্ট সিরিজ দিয়ে নিজেদের আনুষ্ঠানিক কাজ শুরু করবে পিসিবির নতুন নির্বাচক প্যানেল। দল ঘোষণার পরই শুরু হবে পাকিস্তান দলের ক্যাম্প। সেখানে ক্রিকেটারদের ফিটনেস নিয়ে কাজ করবেন কোচরা।

আগের নির্বাচক প্যানেলে থাকা বিলাল আফজালকে পিসিবিতে নতুন দায়িত্ব দেয়া হবে। সেই সঙ্গে ডাটা অ্যানালিস্ট হাসান চিমা এবং ডিরেক্টর অব ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট উসমান ওয়াহলাকেও নির্বাচক কমিটি থেকে বাদ দেয়া হয়েছে।

জাতীয় দলের সতীর্থ রদ্রিকে

রিয়ালে যোগ দিতে বললেন কারভাহাল

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : এক মৌসুম আগেও রিয়াল মাদ্রিদের মাঝমাঠ ছিল দুর্ভেদ্য দুর্গ। ক্যাসমিরো,লুকা মদ্রিচ ও টনি ক্রুস মিলে মাঝমাঠে আধিপত্য করেছেন বছরের পর বছর। তবে সেদিন আর নেই।ক্যাসমিরো রিয়াল ছেড়ে ইউনাইটেডে গেছেন গত মৌসুমেই।টনি ক্রুসও বিদায় বলে দিয়েছেন, লুকা মদ্রিচও আছেন ক্যারিয়ারের গোধূলি লগ্নে।রিয়াল তাই এখন খুঁজছে নতুন মিডফিল্ডার। তাইতো ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের অভিযানের মাঝেও জাতীয় দলের সতীর্থকে ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে রেয়ালে যোগ দিতে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছেন স্প্যানিশ ডিফেন্ডার।

ইউরো চলাকালেই রদ্রিকে সিটি ছেড়ে রেয়ালে যোগ দেওয়ার জন্য উৎসাহী করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি,আমি রদ্রিকে প্রতিদিন বলি মাদ্রিদে আসার জন্য। আমি তাকে বলি, 'ম্যানচেস্টার ছাড়ো, ওখানে ভবিষ্যৎ নেই এবং মাদ্রিদে চলে আসো, তোমাকে আমাদের দরকার। আর তুমি তো মাদ্রিদের (জন্মস্থান)।'

২০১৯ সালে ইংলিশ ক্লাব সিটিতে যোগ দিয়ে প্রিমিয়ার লিগ চ্যাম্পিয়নদের খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন হয়ে উঠেছেন রদ্রি। ক্লাবটির সঙ্গে তার চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত। এর আগে আটলেটিকো মাদ্রিদ ও ভিয়ারেয়ালেও খেলছেন ২৮ বছর বয়সী রদ্রি।

স্পেনের এবারের ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ওঠার পথে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন রদ্রি ও কারভাহাল। মাঝমাঠ থেকে দলের আক্রমণের ভিত গড়ে দেওয়ার কাজটি করছেন রদ্রি। রক্ষণের পাশাপাশি কারভাহাল অবদান রাখছেন আক্রমণেও। আসরে দুইজনেই এখন পর্যন্ত করেছেন একটি করে গোল।

বোলিং কোচ হিসেবে

মরকেলকে চান গম্ভীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : সদ্যই ভারতীয় জাতীয় ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব নিয়েছেন গৌতম গম্ভীর। এখনও রোহিত শর্মাদের সঙ্গে কাজ শুরু করেননি সাবেক ক্রিকেটার। তবে তার আগেই নিজের মতো করে সাজিয়ে নিতে চাচ্ছেন কোচিং প্যানেল। এরই ধারাবাহিকতায় বোলিং কোচ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার সাবেক পেসার মরনে মরকেলকে চেয়েছেন তিনি। এমনটাই জানা গেছে ভারতীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমের সূত্রে।

এ ছাড়া ক্রিকেট-বিষয়ক জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ক্রিকবাজের বরাতে, মরকেলকে বোলিং কোচ হিসেবে নিয়োগ দিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিসিআই) অনুরোধ করেছেন গম্ভীর। জানা গেছে, বিসিসিআইও কোচের কথা রাখতে মরকেলের সঙ্গে প্রাথমিক সাক্ষাৎ সেরেছে।

গম্ভীরের সঙ্গে মরকেলের কাজের সম্পর্কটাও দারুণ বলেই শোনা যায়। দুজনে একসঙ্গে আইপিএলের দল লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টসে কাজ করেছেন। নিজেদের মধ্যে বোঝাপাড়াটা সেখান থেকেই ভালো হয়েছে বলে দাবি করছেন অনেকে।

সর্বশেষ আইপিএল মৌসুমে কলকাতা নাইট রাইডার্সে (কেকেআর) মেন্টর হিসেবে যোগ দেওয়ার আগে লক্ষ্ণৌয়ে মেন্টর হিসেবে দুই বছর কাজ করেছেন গম্ভীর। তখন ফ্র্যাঞ্চাইজিটির বোলিং কোচ ছিলেন প্রোটীয় পেসার। গম্ভীর দায়িত্ব ছাড়লেও লক্ষ্ণৌর নতুন কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের কোচিং প্যানেলেও বহাল আছেন দক্ষিণ আফ্রিকান এ পেসার।

ফ্রাঞ্চাইজি ক্রিকেট ছাড়াও জাতীয় দলের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা হয়েছে মরকেলের। সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপে পাকিস্তানের পেস বোলিং কোচ ছিলেন তিনি। বিশ্বকাপ ব্যর্থতায় চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই দায়িত্ব ছাড়েন এ প্রোটিয়া।

বল হাতে কী করতে চান,

ভুলেই গিয়েছিলেন অ্যান্ডারসন

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : ব্যাটারের সঙ্গে ওয়ান-অন-ওয়ান লড়াই জেমস অ্যান্ডারসন ক্রিকেট মাঠে এটিই সবচেয়ে বেশি মিস করবেন। ব্যাটারকে কীভাবে আউট করা যায়, বোলিং মার্কে দাঁড়িয়ে সে চিন্তাই ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি পেসারের মাথায় সব সময় ঘুরঘুর করেছে এতদিন। কিন্তু বিদায়বেলায় তিনি ভুলেই গিয়েছিলেন, বল হাতে ঠিক কী করতে চান!

দীর্ঘ ২১ বছরের বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারের শেষদিন। ৪১ পেরোনো অ্যান্ডারসনকে আবেগ না ছুঁয়ে পারেনি তাই। ২০০৩ সালে সাদা পোশাকে যেখানে যাত্রা শুরু করেছিলেন, শনিবার সেই লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডেরই আবহ তাকে আরও আবেগাক্রান্ত করে তুলেছিল। সিরিজের প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে ইংল্যান্ডের ইনিংস জয়ের পর ঝুলিতে ৭০৪ উইকেট নিয়ে অবসরে যাওয়া অ্যান্ডারসন শোনান শেষদিনের অনুভূতি, 'প্রথম দিনে আমার মেয়েদের বেল বাজানো দেখে, আজকে দুই দলের দাঁড়িয়ে থেকে (গার্ড অব অনার দেওয়া) বেশ আবেগের ছিল। যখন প্রথম বলটা করেছি, আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আসলে বল হাতে কী করতে চেয়েছিলাম। এটা অবিশ্বাস্য ছিল।'

শেষটা করতে পারতেন উইকেট নিয়েই। সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলেন, গুডাকেশ মোটি লোপ্পা একটি ফিরতি ক্যাচ তোলায়। কিন্তু এদিন কীভাবে যেন অ্যান্ডারসন সেটি লুফে নিতেই গড়বড় বাঁধিয়ে ফেলেন! শেষ ইনিংসে তাই ৩ উইকেটেই আটকে থাকতে হয় তাকে। সহজ ক্যাচ মিসে করা যায়নি উইকেট শিকারের মাধ্যমে তার ক্যারিয়ারের শেষ দৃশ্যের মঞ্চায়ন।

টেস্ট ইতিহাসের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি পেসারের অবসর উপলক্ষে ব্রডকাস্টিং চ্যানেল স্কাই স্পোর্টস রেখেছিল বিশেষ কিছু আয়োজন। এর মধ্যে ব্যতিক্রমী একটি ব্যাপার ছিল ড্রেসিং রুমেই অ্যান্ডারসনের সাক্ষাৎকার নেওয়া। ম্যাচ শেষের কিছুক্ষণ পর ধারাভাষ্যকার নাসের হুসেইনকে তিনি বলেন, 'সত্যি বলতে, আমি এখনও হতাশ যে, ক্যাচটা মিস করে ফেলেছি! এই সপ্তাহটা চমৎকার ছিল। যা অর্জন করতে পেরেছি, সেটির জন্য গর্বিত। দুই দল মিলে গার্ড অব অনার দিল, এই সকালটা বেশ আবেগের ছিল এবং দর্শকদের প্রতিক্রিয়া স্পেশাল ছিল। ২০ বছর খেলে যাওয়াটা অবিশ্বাস্য একটি প্রচেষ্টা ছিল। বিশেষ করে, একজন ফাস্ট বোলার হিসেবে। তো আমি খুশি যে এত দূর আসতে পেরেছি।'

যেসব জিনিস তিনি খুঁজে ফিরবেন ক্রিকেট ছেড়ে দিয়ে, সেগুলোর আরেকটি হচ্ছে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর জয়ের মধুর স্বাদ। ১৮৮ টেস্ট ম্যাচ খেলা সদ্য সাবেক হয়ে যাওয়া তারকা বলেন, 'আমার মনে হয়, জিতে এই যে অনুভূতিটা হচ্ছে আমাদের, এটাই সবচেয়ে বেশি মিস করব। এর চেয়ে ভালো অনুভূতি হতে পারে না।'

একজন ফাস্ট বোলার হয়েও দিনের পর দিন খেলে যাওয়া। তার বাকি সব অর্জনের বাইরে সেটিই এক অবিশ্বাস্য কাণ্ড বটে! কীভাবে পেরেছেন? টেস্ট ক্রিকেটের তৃতীয় সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি অ্যান্ডারসন জানান, উপভোগই ছিল মন্ত্র, 'এটা কষ্টদায়ক। কিন্তু আমি কখনও দায়িত্ব থেকে সরে যাইনি। আমি দিনে ২০-২৫ ওভার বোলিং করে পায়ে ব্যথা নিয়ে মাঠ ছেড়ে যাওয়াটাও উপভোগই করেছি।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR